মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মে, ২০২৬
বৈশাখ, ১৪৩৩

সূচীপত্র

২৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৪৩৩ ✪ মে ২০২৬

যোগপথে ব্রহ্মলাভ		৩
ভাগবতী ভাবনায় হয়ে মগ্ন জগৎ কর্মে হও বিজয়ী	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বাক্যে ও মনে	মানবেন্দ্র ঠাকুর	১৫
অক্ষর পুরুষ	সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)	১৭
ভগবত প্রেম	দেবপ্রিয়া ঘোষাল	১৭
মন	চন্দ্রিকা	১৮
Quest for God in Life	Chandrika Roychoudhury	২০
The Cosmic Form of God	Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee	২২

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

যোগপথে ব্রহ্মলাভ

চেতন যোগ ঃ অন্তরে ভগবানকে আবাহন করে বরণ করে নিতে হয়। আবাহন আর বরণ করবার পথটি নিবিড় ধ্যান। পঞ্চবায়ুর নিয়ন্ত্রণ আর সঞ্চালনের মধ্য দিয়েই এই আবাহন পর্ব গড়ে ওঠে। প্রাণবায়ুকে ধারণ করতে চাই সংযম। জৈববৃত্তির সংযম জরুরী। মনের ও প্রাণের সংযমের মধ্য দিয়ে চেতনাকে গুটিয়ে আনতে হয়। ইন্দ্রিয় সংযম শুধুই মন আর প্রাণের উপর ক্রিয়া করে তাই নয়, এটি জীবন চেতনকে জাগ্রত করতে হয় তৎপর। যোগপথের সূচনার রয়েছে প্রাণবায়ুর ক্রিয়া পর্ব। প্রাণ-অপান-ব্যান-সমান-উড়ান এই পঞ্চ বায়ু ক্রমে উর্দ্ধে অঙ্গাদি নিম্ন অঙ্গাদি— মাধ্যম অঙ্গাদি-সমগ্রতে যোগাযোগকারী অঙ্গাদি ও শরীরের সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর সুষম অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য অঙ্গাদি কার্যকর। প্রাণায়ামের পথ দিয়েই করতে হবে সূচনা।

কামস্য আপ্তিম্ জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোং অনন্তরম্ অভয়স্য পারম্।
স্তোমম অহং উরুগায়ম্ প্রতিষ্ঠাং দৃষ্টি ধৃত্যাং ধীরঃ নচিকেতঃ অত্যস্রাক্ষীঃ। (কঠ. উপ. ১/২/১১)

(হে নচিকেতা, তুমি ধৈর্য সহনশীলতার সঙ্গে জীবন মাঝে পরম সত্যকে চয়ন করবার জন্যই ব্যাকুল হয়েছ। তুমি জগতের বাসনা-কামনার বীজ ও ফলাদি পরিত্যাগ করে ব্রহ্ম অভিলাষী হয়েছ। তোমার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অনিবার্য।)

নচিকেতা বালক। দীর্ঘ সাধনা, যোগ-ধ্যান করে এমন একটি সোনার মানুষ হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোনও ইঙ্গিত নেই। কিন্তু মনের প্রাণের সংযম তার হয়েছিল, আর পরম সত্যকে জীবনে আহ্বান করা অথবা পরম সত্যলাভের জন্য বিশেষ আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যয় তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল। সাধারণভাবে যে কোনও মানুষের জন্য এই অবস্থা লাভের একটি নিশ্চিত পথের সন্ধান ঋষিগণ দিয়েছেন। পরবর্তীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই উপদেশ নানাভাবে দিয়েছেন।

যোগ বিজ্ঞান (Yogic Science) ঃ যোগপথ একটি পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পথ। এটি পরিচয় নিরপেক্ষ। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোনও বয়সের-পরিচয়ের মানুষ যদি যোগ ক্রিয়াদির অনুসরণ করেন। প্রাণ-মন-হৃদয়কে একমুখি একাত্ম করে ভগবানের জন্য ভাবনায় ডুবে যান যোগপথে তবে উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাবেন। চরিত্র-মনোভাব-জীবনবোধ-রুচি ভেদে সময়ের ভেদাভেদ হয়ে যায়।

যোগ পদ্ধতি (সাধারণভাবে) ঃ পূরক-কুম্ভক-রেচক এই তিনটি মাত্র প্রক্রিয়া। আসন বিধি হল যে কোন সহজ-স্বাভাবিকভাবে বসুন। মেরুদণ্ড যতটা সম্ভব দৃঢ়-সোজা। শ্বাস নিতে হবে এক-একটি নাসার মাধ্যমে। শ্বাস নেওয়ার পথটি পূরক। এবার শ্বাসবায়ুকে ধরে রাখতে হবে কিছুক্ষণ, তারপর শ্বাস ত্যাগ। এ দুটি হল কুম্ভক ও রেচক। কুম্ভকই প্রধান।

কুম্ভক আট প্রকারের ঃ সূর্যভেদম্ - উজ্জয়ী - শীতলী - সীতকারী - ভাস্ত্রকা - ভ্রমরী - মূর্চ্ছা - প্লাবনী।

সূর্যভেদটি হল আলোকময় শ্বাস (দর্শন হবে অন্তরে); উজ্জয়ী হল গতিময় শ্বাস (অনুভববেদ্য); শীতলী হল শীতল অনুভূতির (ক্লান্ত অবসন্ন মনের এখন হবে উত্তরণ - বার বার করতে হবে); সীতকারী (বহুজনের ভাবনাকে নিজের মধ্যে সংহত করে নিয়ে শূন্য মন); ভাস্ত্রকা হল এমন ক্ষেত্র যখন মন চঞ্চল থেকেই যাচ্ছে, জোর করতে হবে—ভগবানের শরণ নাও, তিনি দেবেন শক্তি); ভ্রমরী হল প্রশান্তিতে যোগমধু আহরণ (তোমার ভগবানকে দেখ—অন্তর দৃষ্টির আস্বাদন); মূর্চ্ছা হল প্রাক্ সমাধি—চেতনা ক্রমে নিবিড় হয়ে উঠবে (এমন ক্ষণে ভগবৎ চরণ শরণই শ্রেয়); প্লাবনী — ক্রমে ঢেউয়ের পর আসবে, যেন সমুদ্র দাঁড়িয়ে অনন্ত চেতন সাগরের অফুরন্ত ঢেউ ছুটে আসছে তোমার দিকে, অঞ্জলি করে তুলে নাও ঐ চেতন অনুভব, হৃদয়ে সঁপে দাও।)

প্রাণায়াম যত গভীর হতে থাকবে, তোমার চেতনা ততই ডুবে যাবে ভিতরে। এমন ক্ষণে আট মাত্রার ভাবস্পন্দন হয়। তোমারও যে কোনওটি হবে। এই আট মাত্রার গুলিকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়; সহ-কুম্ভক ও কৈবল্য কুম্ভক। সহ-কুম্ভক হল জগৎ ও পরমকে একসাথে, দু'হাতে বরণ করা। এরই মাঝে রয়েছে নানা অবস্থা। এগুলি— (১) প্রজ্ঞা-অভিমুখি; (২) চিত্তগত; (৩) গুণান্বিত; (৪) অবিদ্যা-জ্ঞাত; (৫) গুণগতি প্রাধান্য। এই পাঁচটি সহ-কুম্ভক। কৈবল্য কুম্ভক হল ঃ (৬) জ্ঞানচক্ষু স্থিতি; (৭) বাহ্যজ্ঞান বিচ্ছেদ; (৮) সংহত সংযুক্ত চৈতন্য (ভগবৎ পাদপদ্মে চেতন-অঞ্জলি।)

এমন করেই অনুভব ক্রমে গাঢ় হয়ে চলে জীবন চেতনের হাত ধরেই। একদিনের কাজ নয়। যোগ পথে চলতে হবে ভগবানকে শরণে রেখে। প্রতিটি পর্বে ওঁ ধ্বনি অন্তরে বজায় রাখত হবে। তিনিই প্রণব ধ্বনিতে ধরা দেবেন অনুভবে। আবার এই পরমই পরামানন্দময়ী জগন্মাতার রূপ ধারণ করেই হবে চেতন পথে আবির্ভূত। ধ্যানের গভীরে এবার যেতে হবে ডুবে। ভাবনায়-মনন ভগবানকে শরণ নাও, একাত্ম হয়ে যাও; পেয়ে যাবে চেতন স্পর্শ; অন্তর রাজ্যে দর্শন; হৃদয়মাঝে গূঢ় অনুভব।

—ঃঃ—

ভাগবতী ভাবনায় হয়ে মগ্ন জগৎ কর্মে হও বিজয়ী

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মচিন্তার পথেই আসে যে কোনও কর্মের সাফল্য— এটিই প্রচলিত হয়ে রয়েছে জগৎময়। ক্ষণিকের দৃষ্টিতেই মাত্র এটি গ্রাহ্য। জগৎ কর্মের পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ পথে পূর্ণ সাফল্যই অভিপ্সিত ভাগবতী ভাবনয় মগ্ন জীবন চেতনে। এমনই জীবন চেতন শুধুমাত্র পূর্ণ সাফল্য পায় তা নয়, এই পথের সাফল্যই জীবনময় হয়ে ব্যাপ্ত সর্বত্র বিকাশমান। যুক্তি বুদ্ধির এই ভাব পরিচয়ের পথে চলেছে এগিয়ে জীবন পথ। সব কর্মেরই পরিণতির দিক হয়েছে মূর্ত এখন জীবন পর্ব পথে। সব কর্মেরই রয়েছে যে পরিণতি, সাময়িকের সীমা করে অতিক্রম চলতে পারবে দীর্ঘব্যাপ্ত অথবা স্থায়িত্বের অভিমুখে যদি সে কর্মের মাঝে ফুটে ওঠে ভাগবতী ছন্দ। ভাবনায় হয়ে মগ্ন ভাগবতীভাব এগিয়ে দেবে কর্মপথে সদা উৎসাহ আর প্রেরণার শক্তি হয়ে ব্যাপ্ত জগৎময়। এমনই ভাবদীপ্তি হয়েছে ব্যাপ্ত জগৎময়। এমনই ভাবদীপ্তি হয়েছে ব্যাপ্ত যারই এখন জীবন মাঝে আসনে নবীন প্রেরণার আহ্বান। দিব্য ভাবময় মন হোক নিত্য বিকাশের একান্ত আহ্বানের পর্ব মাঝে উন্মোচিত সদা বিকাশের আহরণে। ভাবনায় যদি মন ডুবে যায় কর্মভাবনা ব্যতিরেকে তবে তার হবে উন্মেষ নিত্য পথের সদা আবেষ্টনে। এমনই নিত্য পথের বাসনায় যদি জীবন হয় মূর্ত তবে ভাগবতী ভাবনায় হবে ভরপুর জীবন চেতন। এমন ক্ষণের এমন প্রবাহে হবে দেবচেতনের বিস্তার জীবন পথে। যা কিছু কর্ম আসুক জীবনের পথে হোক তারই জীবন প্রবাহ কর্মপথে। জগৎ কর্মের প্রদীপ হোক জীবনের নিত্য বিকাশের নবীন উন্মোচনের এই পর্বে। যদি জীবন কর্মসমূহ হয়ে চলে জীবনের তত্ত্ব আর প্রবাহমানতার নিরীখে। জীবন যে সদাই হয়ে থাকে ভরপুর জীবনের নিত্য দিনের পরম্পরার মধ্যে। এই নিত্য দিনের পরম্পরার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পার জীবনের স্থায়ী কর্ম দ্যোতনা। আবার চলমান কার্য ধারার মধ্য দিয়ে যেমন করে এগিয়ে চলে পথচলা তারই অভ্যন্তরে থেকে যায় গূঢ় অভীপ্সা আর মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে জগৎ।

The distinction between aggregative and systemic knowledge is at the heart of all rigorous scientific enquiry and crucial to an analysis of laws as universal regulations as opposed to merely contingent generalisations. Such a distinction is central to the section of the critique of Pure Rreason' devoted to the architecture of Pure Reason, one of the lesser known parts of kant's wider discussion of philosophical method and the only one to explicitly tackle the problem of unity of the system. An aggregate of knowledge, we are told here, is like a rhapsody where accidental knowledge is amassed without a proper account of the relation between the parts and of their distinctive function within the whole. A system, on the other hand, is an arrangement where cognitions sit together in an ordered way and where the parts and the whole mutually support each other acting as a condition of reciprocal development.

(Luigi, Caranti and Alessandro Pinzanised.) Kant and the problem of knowledge, Rethinking the Contemporary world, Routledge, Taylor & Francies group, London, 2024, p. 28)

ইমানুয়েল কান্ট যুক্তি আর যুক্তির প্রয়োগ পরম্পরার মধ্য দিয়েই বুঝতে চেষ্টা করেছেন জগৎ মাঝে সত্য. তিনটি প্রবাহ মাত্রায় সত্যকে বুঝতে গিয়ে যে তিনটি মাত্রা কান্ট বিশেষভাবে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছেন সেগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। Categorical Imperative, Truth in Perspective, Rational Absolutism এর মধ্য দিয়ে গড়ে তোলা যায় জগৎময় ব্যাপ্ত সত্য। Deontological Ethics and Goodwill are the others. সত্যকে বিশেষ করে যেমনভাবে বুঝতে হয়, সেটি যেমন করেই দেখা যায়, শোনা যায়, বোঝা যায়—এসবই হয়ে চলে জীবনের সত্যকে বুঝে নেবার প্রয়াস। এমন করে এই প্রয়াসটি ঘনীভূত হতে পারে যার পর্বে পর্বে ফুটে উঠতে সবদিক থেকে যা কিছু নিজের মত করে বুঝে নেবার জন্য ব্যক্তির উদ্যোগ গড়ে ওঠে তেমন করেই সবকিছুকে বোঝা যায়। প্রতিটি বুঝে নেওয়ার মধ্য দিয়ে যা কিছু ঘটনার বিবরণ ফুটে ওঠে সেগুলি ব্যক্তির দৃষ্টিতেই বুঝে নেওয়া যায়। ব্যক্তির দৃষ্টির দৃষ্টি-শ্রুতির নিরীখ একদিকে আবার অন্যদিকে ব্যক্তির নিজস্ব নিরীখেই বুঝে নেওয়া পরিচয়। এই পরিচয়ই সত্য। এই সত্য পরিচয়টি কালের দ্বারা সীমিত। অন্যান্য মাত্রাতেও সীমিত হয়ে রয়েছে ব্যক্তির নিজ বিচারের দৃষ্টিতে জানা সত্যকে। এর পরবর্তী পর্যায়টি হল সত্যকে কোনওভাবে সামগ্রিক ও পারিপার্শ্বিকের পটভূমিতে বিচারের দ্বারা গড়ে তোলা যায় নিত্য বিকাশের বৃহত্তর অবস্থানে। এই বৃহত্তর অবস্থানটি বহুজনের ক্ষেত্রেও সঠিক হয়ে যায়। স্বাতন্ত্রের পথগুলি তখন ব্যাপ্ত

হয়ে বহু জনের প্রমাণ সাপেক্ষ সত্যকেই জীবন বরণ করতে পারে। যুক্তির পটভূমিতে পূর্ণত্বের বিচারের পথটি অলীক হয়ে যায়। ভগবানের সাধনায় মগ্ন হয়ে গভীর চৈতন্যে ডুব দিয়ে সমাধির অঙ্গনেই আসে Absolute এর বোধ। পূর্ণত্ব যুক্তির সীমায় খণ্ডমাত্রায় আসে মাত্র।

জীবনপথে দৈবী আকর্ষণে ঃ

বিষ্ণঃ ক্রম অস্যাভিমথিহ ইতি অহ গায়ত্রী বৈ।
পৃথিবী ত্রৈষ্ণুব্যামং অন্তরিক্ষম্ জাগতি দ্যায়ুঃ অনুষ্টুভিঃ।
দিশঃ ছন্দভিঃ এব ইমন্ লোকান্ যথাপূর্বম্ অভি জায়তে। (তৈ. স. ১/৭/৪/১১)

মর্তের এই ভূমিতে জেগেছে আকূতি ঐ দেবত্বের।
যেমনে হয়েছে মর্তভূমিতে ঐ উর্দ্ধপথের একান্ত আহ্বান।
বিষ্ণুর জাগরণ পর্ব এখন মর্তের এই ভূমির মাঝে হবে মানব কল্যাণে।
এসো সবে দৈবী আকূতিরএই ক্ষণে চলি এগিয়ে ঐ দেবপথে।
চেতন রথে করে আরোহণ করি অতিক্রম অন্তরিক্ষের ধাপ।
যাবে পেরিয়ে বাধার সীমা করে জাগ্রত দেবত্ব এই অন্তর মাঝে।
এখন জাগরণের ক্ষণ মানব মণ্ডলের দৈবী আকর্ষণ তরে।
হয়ে সংহত চল এগিয়ে জগৎ পথে সদাই হয়ে দেবপথিক এক চেতন।

দেব সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় ঃ

অগন্মিঃ সুবঃ সুবঃ অগন্মঃ ইতি অহ
সুবর্গম লোকম্ এতি। সংদৃশস্তে মা ছিস্তি।
যৎ তে তপঃ তস্মৈ তে ম অবৃক্ষিঃ ইতি অহ
যথা যজুঃ এতৎ বৈ তৎ। (তৈ. স. ১/৭/৬/১-২)

এসেছি নিয়ে সব দেব বিকশের ছন্দ দেব পরিবেশে।
চলেছি এগিয়ে করে অনুসরণ জীবন মাঝে তোমার আবাহন।
যেমন করে হয়েছে রচনা জীবনের এই কর্ম-সংস্কারের পথ
তেমনেই হয়েছে নিষিক্ত সব উপাদান দেব সান্নিধ্যের এই দিব্য ক্ষণে।
তোমারই দানে ভরপুর এই দেবচেতন দিয়েছে জীবনের সংযোগ।
চলার পথের প্রবাহে তোমারই সাথে হয়েছি যুক্ত জগৎ মাঝে।
এখন করেছি জাগ্রত জীবন চেতনের এই সাধন পর্বে।
করেছ দান চেতনার শক্তি উপযুক্ত বরণে সর্বক্ষেত্রে ক্ষণ প্রবাহে।

প্রজ্ঞার সঞ্চারে ঃ

সুভুঃ অস শ্রেষ্ঠঃ রশ্মিনাম আয়ুর্ধা অসি আয়ুঃ।
মে ধেয়ি ইতি অহ আশীষম্ এবৈতম্ আ শস্তে।
প্র ব এসঃ অস্মন্ লোকাৎ চ্যবতে যঃ বিষ্ণুঃ ক্রমন্ ক্রমতে সুবর্গায়।
হি লোকায় বিষ্ণু ক্রমঃ ক্রমন্তে ব্রহ্মবাদিনঃ বদন্তি সন্তে বিষ্ণুঃ ক্রমন্।
ক্রমেতা যঃ ইমন্ লোকান্ ভ্রাতৃব্যাস্য সংবিদ্য পুনঃ।
ইমম্ লোকম্ প্রতি অবারোহেৎ ইতি। (তৈ. স. ১/৭/৬/৩-৪)

দাও প্রভু তোমার কৃপার পরশ এই কর্মপথ আর জ্ঞানপথে।
চল এগিয়ে পর্বে পর্বে করতে তোমায় বরণ এই বিকাশ ধারায়।
জ্ঞানের শক্তি জীবন মাঝে হয়েছে মূর্ত তোমারই জগৎ বিকাশে।
বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন ধরে চল এগিয়ে ব্রহ্ম পথের অভিযানে।
ক্রম উন্মোচনে জগতের সব আকর্ষণ করে প্রতিহত চল এগিয়ে।
ব্রহ্ম পথের এই অভিযানে জীবনের সব ভাল করেছি সংহত।
এখন হোক জাগ্রত তোমার দেবধন মানব জীবন অঙ্গনে।

এগিয়ে চলার পথে হয়েছি মূর্ত ঐ আহ্বান আর নিবেদন মাঝে।

মানবের চেতন উদ্বোধনে উন্মোচন ঃ

এস বৈ অসৎ লোকস্য প্রতি অবরহ সদ্হা ইদম।
অহম অমুম ভ্রাতৃভ্যাম অভ্যো দিপ্সো অস্যৈ দিব
ইতিমম এব লোকান্ ভ্রাতৃবস্য সমিদ্যা পূনাঃ।
ইমম্ লোকাম্ প্রতি অবরোহতি। (তৈ. স. ১/৭/৬/৫)

এখন আবার এসেছে ক্ষণ তোমারই আবির্ভাবের।
ধরিত্রীর বুকে হয়েছ এখন প্রত্যক্ষ ও বিপরিত আগ্রহ
দেববরণের প্রস্তুতি হয়েছ ধরিত্রীর বুকে ঐ আহ্বানের মন্ত্রপথে।
যেমনে এসেছে আহ্বান তেমনিই হয় অবতরণ তোমার।
সব ব্যবস্থার পটভূমির নিরীখ হয়েছে দেববিচার পর্বে।
মানবের বিকাশ আর মুক্তির তরেই এই নিত্য অবতরণ।
এই মানব লোকের আহ্বান আর রূপান্তর এখন হবে স্বতঃই।
দেবলোকের সব চেতন জাগরণ এখন হবে মুক্তির তরে।

কান্টের ত্রিস্তর সত্য অনুসন্ধান বস্তত একটিই পথ, যার রয়েছে নানা স্তর।

Categorical Imperativeটি বিশেষত বুঝিয়ে দিতে চায় জগতটি যেমন, তাকে তেমন করেই বুঝে নিতে হয়। বুঝে নেবার জন্য রয়েছে যুক্তির ধারায় অবগাহন করে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয় বা বস্তুকে বুঝে নেওয়া। এইভাবে বিষয় বা বস্তুকে বুঝে নেবার জন্য সহায়ক হল মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি। জৈব সামর্থ্যর সীমা পেরিয়ে যখন হবে নিজ অবস্থান সূচক হয়ে উঠবে জীবনের নিত্য স্বভাবী অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। অভিজ্ঞতার এই পর্ব মানুষের সামর্থ্যের সীমা, শক্তি ও গভীরতার উপর নির্ভর করে তার নিজস্ব চেতনের উপর। যার যেমন চেতন প্রকরণ তেমনই তার মধ্যে গড়ে ওঠে জগৎ ব্যাপার এবং জগদাতিরিক্ত ব্যাপ্ত বিষয়াদির উপর। জগদাতিরিক্ত এইসব বিষয় জীবনের পথ চলার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলবে জীবনময় নবীন উপলব্ধিকে নিজ নিজ জীবনমাঝে বরণ করে নিতে। চেতনার ধরন নানা রকমের হয়ে ওঠে। যে মানুষ অসু স্বভাবী তার মাঝে ফুটে ওঠে রাগ-দ্বেষ-ঘৃণা-ঈর্ষা-লোভ-লালসা আর এসবকে ধরে থাকে নিজ নিজ মাপের অহং। নিজ নিজ মাপের অহংকে কেন্দ্র করেই এক একজনের জীবনের মাঝে যা কিছু উপকরণ তার মাত্রা গড়ে ওঠ ক্রমান্বয়ে। যেমনই চেতনার রঙ, চেতনার গতি, চেতনার মাত্রা, চেতনার শক্তি তারই উপর গড়ে ওঠে ঐ মানুষের নিজস্ব যুক্তি রচনার শক্তি ও চরিত্র।

Templing as it may be for the sake of sheer consistency to derive the modern life concept from the self-inflicted perplexities of modern philosophy, it would be delusion and a grave injustice to the seriousness of the problems of the modern age if one looked upon them merely from the viewpoint of the development of ideas. The defeat of homo faber may be explainable in terms of the initial transformation of physics into astrophysics, of materal seiences into a universal science. What still remains to be explained in why this defect ended with a victory of the animal laborans; why with the rise of the vita activa, it was precisely the laboring activity that was to be elevated to the highest rank of man's capacity or to put it another way. Why within the diversity of the human condition with its various human capacities it was precisely life that over ruled all other considerations.

(Hannah Arendt, Human Condition, the Univcersity of Chicago Press, Chicago, 2018, p. 313.)

যে যুক্তির প্রয়োগের পথে বুঝে নেওয়া হবে পারিপার্শ্বিক সত্যকে, তারই চরিত্র ঐ বিষয়ের অভ্যন্তরকে প্রভাবিত করে দেয়। যুক্তি একটা রঙের মোড়কে যায় রাঙিয়ে। এর ফলে ঐ যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা যে বিষয়কে বুঝে নেওয়া হবে তার চরিত্র রাঙিয়ে। এর ফলে ঐ যুক্তির প্রয়োগ দ্বারা যে বিষয়কে বুঝে নেওয়া হবে তার চরিত্র যুক্তির রঙে রাঙিয়ে যায়। এই প্রথা এবং পথ সাধারণভাবে সবারই ক্ষেত্রে হয়ে যায় বাস্তব। মানুষের জানা-চেনা-বুঝে নেওয়া এমন ক্ষেত্রে সবটা দিয়ে সম্পন্ন করতে চাইলেও তার দ্বারা নানা প্রথার বিকাশ করা সম্ভব শুধুমাত্র বাহ্য পরিচয়ে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা গড়ে উঠল তারই উপর। বাইরের এই অভিজ্ঞতার পটভূমিটি হয়ত একই থেকে যাবে কিন্তু বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে যেগুলি পর্যবেক্ষণ করেই অর্জন হয়ে থাকে অভিজ্ঞতা। এই সত্যবোধ তাই আংশিক। এরই পটভূমিতে সত্যকে তার নিজ পরিবেশের দেখার বিষয়টি হল Truth in

Perspective. সত্যকে তার নিজ পরিবেশ আর ব্যাপ্তির মধ্য দিয়ে চেনার পথ এটি। এটি শুধুমাত্র ব্যক্তির নিজ পরিমণ্ডল বা নিজ অস্তিত্বকে চিনে নেওয়া নয়—এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট স্তর পরিচয় বা Standardisation. এর ফলে পাঁচটা দৃষ্টিকোণই একইভাবে সত্যকে বুঝিয়ে দেবে যদি যুক্তির জাল একই থাকে। যুক্তির জাল আলাদা হয়ে যাওয়ার অর্থ হল এটি ক্রম উন্মেষের মধ্য দিয়ে ব্যাপ্ত বিস্তারে বুঝে নিতে হলে ঐ সত্য জীবনময় হয়ে উঠবে সাধারণভাবে গৃহীত সত্য রূপে। এমন করেই মানবের চরিত্র বিন্যাসের পথে ঐ সাধারণ সত্য একান্তভাবে গড়ে ওঠে নিত্য বিকাশের পথ প্রসারী। পার্থিব-জড় ভাবধারার জীবনের পক্ষে এই জীবন যাপন সদাই বিরাজমান হয়ে থাকবে। অবশ্য ভাগবতী পথের জীবনের কাছে এই সত্য একটি খণ্ড বা অংশ সত্য।

দিব্য আলোকের এই আহ্বানে ঃ

সং জ্যোতিষা অভূবম্ ইতি অহ অস্মিন্ এব লোকে।
প্রতি তিষ্ঠতি। ঐন্দ্রিম অবৃতম্ অনু অবর্তম্ ইতি অহ।
অসৌ বৈ আদিত্য ইন্দ্র তস্য এব অবৃতম্ অনু পর্যাবর্ততে।
দক্ষিণা পর্যাবর্ততে স্বম এব বীর্যম্ অনু পর্যবিততে তস্মাৎ দক্ষিণঃ।
অধ আত্মন বীর্যবত্তার অথ আদিতস্য এষ অবৃতম অনু পর্যাবর্ততে। (তৈ. স. ১/৭/৬/৬-৮)
এখন এসেছে আলোর ধারা ঐ উর্দ্ধ দেবলোক হতে জগতে।
হয়েছে যে আলোর অবতরণ পার্থিব লোকে হয়ে স্নাত পার্থিব চেতনে।
সে আলো এসেছে মানব চিত্তের গভীরে করে প্রদর্শন নবীন ভাব।
এই জীবন প্রবাহে যে জগৎ মাত্রার আবেদন দেবরাজের এই আমন্ত্রণ পর্বে।
এখন হবে দেবতার তরে উজাড় হৃদয়ের আহ্বান এই সাধনে।
মানবের এই দৈবী আকূতি করে বরণে হয়েছে এই দেব আবির্ভাবে।
সত্যের প্রতি আকৃতি হয়েছে সজীব জীবনের এই পর্বে হয়েছে স্বতঃ।
যখনই হয়েছে দৃঢ় এই আবির্ভাবের আকূতি জগৎ মাঝে।

মায়ার অতীতেঃ

সমহম প্রকায়া সম্ মায়া প্রজাঃ ইতি অহ
আশীষম্ এব এতম আ শস্তে।
সমিদ্ধ অগ্নে মে দীদিহি অমেধ্যা তে অগ্নে দীদ্যাসাম ইতি।
অহ যথা যজুঃ এবেতৎ। (তৈ. স. ১/৭/৬/৯-১০)
জগতের এই বিকাশ পর্ব হয়েছে এখন উন্মোচিৎ।
জগতের এই বিপুল শক্তির সঞ্চালন কর্মে হয়েছে যত কিছু।
এখন আকর্ষণ আর আগ্রহের সঞ্চার হোক জীবনের জাগরণে।
পরম্পরায় হয়ে বিধৃত চেতন ধারা হবে প্রবাহিত এই সাধন পর্বে।
যেখানে হয়েছিল সৃষ্টির ঐ ভাবপথের প্রবাহ হয়েছে মূর্ত।
আলোর অভীপ্সায় হয়ছে জীবনের সম্বল পূর্ণ সাধন পথের উন্মেষে।
ভাবপথের নবীন চেতন এখন হবে সংগ্রহ জীবনের সংগ্রহে।
হৃদয়ে হৃদয়ে হয়েছ শিখাময় জীবন মাঝে জ্ঞানের দীপশিখায়।

আত্মার স্বীয় উদ্বোধনে ঃ

বসুমান যজ্ঞ বসীয়ান ভূয়াসাম ইতি অহ আশীষম্।
এবৈতম আসস্তে। বহু বৈ গার্হপত্যস্য অন্তে মিশ্রন্ ইব।
চার্যত অগ্নি পবনিভ্যাম গার্হপত্যম্ উপ তিষ্ঠন্তে পুনতু।
এব অগ্নিম্ পুনিমা আত্মনম্ দাভ্যাম প্রতিষ্ঠিতা। (১/৭/৬/১১-১২)
যখনই জেগেছে আগ্রহ জীবনের এগিয়ে চলবার পথে।
এমন ক্ষণেই এসেছে জীবনের আকর্ষণ চলতে এগিয়ে।
এমন করেই হোক দেবকৃপার ধারা জগতের সব পর্বে।

যেমন করেই এসেছে যে ভাব অন্তরের ধারা পথে।
গৃহের অভ্যন্তরে যেমন করে হয় গৃহ কর্মের আগ্রহ
তেমনে চলুক এগিয়ে সে ভাবপথের ভাবধারা পরম আকর্ষণে।
অগ্নির এই শিখাময় হয়েছে বিশুদ্ধির পরশ।
মানব চেতনের সঙ্গা করে বিধৃত জীবন চলার সমগ্রতায়।

হৃদয় মাঝে দিব্য অগ্নি ঃ অগ্নেঃ গৃহপতঃ ইতি অহ যথা যজুঃ এব এতন্ত শতম হিমা।
ইতি অহ শতম ত্ব হেমন্তন ইন্ধিষিয় ইতি ববৈতৎ অহ।
পুত্রস্য নাম গৃহ্নাতি অন্নাদম এব এনম্ করোতি তম্ আশীষ
আশীষে তন্তবে জ্যোতিষ্মতীম্ ইতি ব্রুয়াৎ যস্য পুত্রঃ স্যাৎ তেজস্বি।
এব স্য ব্রহ্মবার্চসি পুত্রঃ জায়তে তম আশীষম আশীষে অমুষ্মৈ।
জ্যোতিষ্পতিম্ ইতি ব্রুয়াৎ যস্য পুত্রঃ জাত স্যাৎ তেজ এব অস্মিন্ ব্রহ্মবর্চসম দধাতি।

জ্বেলেছি হৃদয়ে ঐ দিব্য অগ্নি হয়েছে শিখাময় জীবন স্নাত।
অগ্নির বিশুদ্ধির এই ক্ষণে জীবনের যা কিছু সম্পদ সবেরে দিয়েছে।
পূর্ণ মাত্রায় হয়েছে বিশুদ্ধির আবেদন জীবনের এই জাগরণ পর্বে।
জীবনের এই উন্মেষের ক্ষণ পর্বে হোক নিত্য বিকাশের পর্বে পর্বে।
শতবর্ষের এই প্রবাহ পর্বে এসেছে প্রবাহিত ভাববিকাশ পরম্পরায়।
এসেছে নবীন চেতন পর্বের চেতনে দেববিশুদ্ধির উদ্যোগ পর্ব মাঝে।
সাধনের অধিকার দিয়েছে সনাতনী ভাবপথের প্রজ্ঞার ধারা
অবিরল জলধারায় হয়েছে প্রবাহিত জীবন মাঝে দিব্য ভাব বিকাশ।

সমাজ ও সভ্যতার নিরীখ হল নিজ নিজ রুচি, বিশ্বাস আর বোধের উপর নির্ভর করেই এগিয়ে চলা। জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি, চরিত্র ও গুণপনা গড়ে ওঠে তার ব্যবহার সবকিছুই জীবনকেই নবীন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তার জীবন মাঝে সত্যবোধ ফুটে ওঠে। সত্যের বোধ তাই গড়ে ওঠে প্রত্যেকের জন্য বিশেষ করেই বিশেষ ভাবে প্রতিপাদ্য হয়। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সত্যের বোধ ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে রূপদান করে। এজন্যই বাস্তবে দেখা সব বস্তুই ক্রমাগতভাবে ফুটিয়ে তোলে একে আন্যের গভীরে প্রবেশ করে থাকে। বাস্তবের সত্য নির্ণয় করবার জন্য ফুটে ওঠে ঐ বোধ হৃদয়ে। সেই বোধের গভীরে গিয়ে ফুটে ওঠে জীবনের মূলে। জীবন পথ ও জীবন কর্ম সবই এ-সত্য বোধ থেকেই গড়ে ওঠে। কান্ট যে যুক্তির প্রস্তাবনা করলেন তারই পূর্ণ পরিণত রূপটি ধরা পড়ে Rational Absolutism-এর বোধে। ভাবনটি এমনই যে পরম সত্যকে বুঝতে হলে প্রথমেই চাই চেনা-জানা যুক্তির পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া। এই যুক্তির পথটি স্বতঃই স্বাভাবিক জীবন স্নাত। যুক্তির পথ দিয়ে শুধুই ওখানে যাওয়ার এই যে প্রয়াস তার পটভূমি আর কাঠামো প্রস্তুত হয়। এমন করেই পরম সত্য বলেই যা কিছু ভাবা হয় তার অভিমুখ হল পরম সত্যের এই বন্দী অবস্থা। জাগতিক দৃষ্টিতে যে যুক্তির বন্ধনী সেগুলিই পরম সত্যকে বদ্ধ করে।

Meanwhile, we have proved ingenious enough to find ways to ease the toil and trouble of living to the point where an elimination of laboring from the range of human activities can no longer he regarded an utopian. For even now, laboring is too lofty, too ambitious a word for what we are doing or think we are doing, in the world we have come to live in., the last stage of members a sheer automatic functioning, as though individual life had actually submerged in the overall life-process of the species and the active decision still required of the individual were to let go, so to speak to abandon his individuality, the still individually sensed pain and trouble of living, and acquiesce in a dazed, tranquilized, functional type of behaviour. The trouble with modern theories of behaviorism is not that they are wrong but that they could become true, that they actually are the best possible conceptualization of certain obvious trends in the modern society.

(Hannah Arendt, The Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago, London, 2018, p. 322.)

পরম সত্যকে বুঝতে যুক্তির খাঁচার প্রয়োজন যদি হয় তবে সেই উদ্যোগ হয়ে যায় ক্ষুদ্রত্বে ভরপুর। পরম সত্যকে বুঝতে হয় পরম্পরায় বিস্তৃত উদ্যোগ ও প্রয়াস। এই উদ্যোগ আর প্রয়াস স্বতঃই সত্যের অভীপ্সুকে এগিয়ে যেতে হয় উর্দ্ধপথে চেতনার আবাহনীতে বরণ করে নিতে যোগ প্রয়াসের পথ ধরে। মনের পরিবেশকে সংযত আর সংহত করে তুলতে হয় প্রয়াসের পথ ধরে। প্রয়াসের পথ ধরেই ঐ মনের প্রাণের হৃদয়ের উন্মেষে হয়ে যায়।

বীত রাগ বিষয়ম-বা চিত্তম্ (পতঞ্জলী যোগ শাস্ত্র, 1-37)

মনের মাঝে যে সব অনুভূতি আর অনুভব হয়ে রয়েছে গাঁথা সেগুলির বলে মনের মাঝে তার পরিবেশকে বরণ করে নিতে হয়। এই বরণ করবার মধ্য দিয়েই যতই চেতনার গভীর প্রদেশে এগিয়ে যেতে পারবে এক একটি ধাপে, এক একটি পর্বের মধ্য দিয়েই। পর্বগুলির মধ্যে ফুটে ওঠ জীবনময় স্বতঃ বিস্তৃত জানাও অজানা সত্যের পর্বগুলি। এমন ক্ষণেই সত্যকে পেতে হয় চেতনার গভীরে।

যোগধারার পটভূমি হয়ে ওঠে পরম্পরার পথ দিয়েই গড়ে ওঠে। মনকে বিশুদ্ধ করে তুলতে হয় এর অভ্যন্তরে যে অনুভবের খনি তার প্রবাহ আর শক্তি ও প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হয়। ষড় রিপুর তাড়ন বা প্রভাবকে যুগপৎ একই সঙ্গে বরণ করে নিয়ে যুক্ত হয়ে থাকে সাধারণ মন। এর বিপরীত প্রক্রিয়ার দ্বারা আসে মনের উপযুক্ত হয়ে ওঠা। বিশুদ্ধ হয়ে মনটি নিজ উদ্যোগে চেতনার জাগরণের প্রয়াস হয়ে যায়। চেতনার এই জাগরণ পর্বটি মূলতঃ বিশেষভাবে ভাগবতী পথে সাধককে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। চেতনার জাগরণ পর্ব এটি। এমন সময়ে সমস্ত চেতন সংহত হয়ে অভিনিবেশ হবে ভগবানের প্রতি। যুক্তি-বুদ্ধি নিজের বোধকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে হয় একমাত্র ভগবানের অভিমুখে। ভগবানই এখন হল একান্ত আপনার স্বতঃই।

ভগবৎ কেন্দ্রীক জীবন জগৎমাঝে ঃ

যঃ বৈ যজ্ঞং প্রযুজ্য ন বিমুঞ্চতি অপ্রতিষ্ঠানো।
ভবতি বৈ সঃ কঃ ত্বঃ যুনক্তি সঃ ত্ব বি মুঞ্চতু ইতি।
অহ প্রজাপতিঃ বৈ কঃ প্রজাপতিনা এব এনম
যুনক্তি প্রজাপতিম্ বি মুঞ্চতি প্রতিষ্ঠিত্য। (তৈ. স. ১/৭/৬/১৪)

এসেছে যদি উদীপন ভগবানের প্রতি আকর্ষণ তরে
তবেই হয়েছে নিত্য জাগরণের আহ্বান সাধনের স্তরে স্তরে।
সাধক জীবন চলুক এগিয়ে আকর্ষণের আহ্বানে আর কৃপা পথে।
দেব বিকাশের এই নিত্য সৃষ্টির পর্ব হোক দিব্য পরশের আহ্বানে।
এখন এসেছে মুক্তির ক্ষণ করে নির্ভর ভগবানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসে।
আসুক মুক্তির আহ্বান ঐ মুক্তির পথস্নাত দিব্য ভাব প্রবাহে
পার্থিব জীবনময় হয়েছে বিস্তৃত ভগবৎ ভাবপ্রদীপ জীবনকেন্দ্রে দিব্য ভাবগ্রহণে।

ঈশ্বর পথের সাধন ব্রতে ঃ

ঈশ্বরম বৈ ব্রতম্ অভিষ্ঠম্ প্রদাহ
অগ্নে ব্রতপতে ব্রতম আচরিশম ইতি।
অহ ব্রতম এব বি সৃজতে শান্ত অপ্রদাহ্য। (তৈ. স. ১/৭/৬/১৫)

ভাগবতী পথে এগিয়ে চলবার আহ্বান এসেছে যে জীবন মাঝে
হয়েছে তার নিত্য পথ মাত্রার এগিয়ে চলবার আগ্রহ এই পর্বে।
অগ্নিপথের অগ্নির তাপন হোক বিকশিত একান্ত ভাবময় বিকাশে।
যদি আসে জীবনের এগিয়ে চলার এই জাগরণ পর্বের প্রত্যক্ষ নিবেদনে।
আজ চলি এগিয়ে তোমারই আকর্ষণে ভাগবতী ব্রত করে বরণ।
ব্রতপথের যা কিছু আহ্বান হোক সে মূর্ত জীবন চলার এই পর্বে।
ঈশ্বর সাধন পথের দৃপ্ত প্রশান্তি হয়েছে উন্মোচিত দিব্য পথের মাঝে।
এখন এই পরম প্রকাশের ক্ষণে এসেছে তোমারই দিব্য পথ উন্মোচন।

পূর্ণতার অভীপ্সায় সাধন যজ্ঞে ঃ

পরাং বাব যজ্ঞ এতি ন নি নর্ততে পূর্ণায়ঃ বৈ।
যজ্ঞস্য পুনাঃ অলম্ভম্ বিদ্বান্ যজতে তম অভিনি বর্ততে।
যজ্ঞ বভূব স আ বভূবঃ ইতি অহ এস বৈ যজ্ঞস্য পুনাঃ।
অলম্ভাঃ তেন এব এনম পুনঃ আ লভতে। (তৈ. স ১/৭/৬/১৬-১৭)

এখন হোক অভীপ্সা ভাগবতী পথে চলতে এগিয়ে পূর্ণ প্রজ্ঞার আশ্রয়ে।
পূর্ণতার অনুভব ক্রম সঞ্চারে জীবন মাঝে করবে আগ্রহে ভরপুর।
যে ভাব বিকাশ হয়েছে অন্তরে হোক তার দীপ্তি সংহত সর্বত্র।
জীবনের এই সাধন বিকাশ পর্ব হোক উন্মোচন নিত্য বিকাশের ক্ষণে।
জীবন সূর্য হোক জাগ্রত সাধন পথের নবীন ভাবধারায় হয়ে স্নাত।
চেতনার স্তরে হবে একত্বের প্রতিষ্ঠা এই সাধন প্রয়াসে সদাই
এখন হয়েছে প্রস্তুত জীবনের পথচলায় নিত্য চেতন আহুতি।
ভগবৎ আহ্বান মন্ত্র করে দৃঢ় রোপন অন্তরে হোক নিবেদন এখন।

অবারিত দেবভাব করে বরণ ঃ

অনবরুদ্ধ বঃ এতস্য বিরদ্য আহিত অগ্নিঃ সন্ন্যাসভ্যঃ।
পশবঃ খলু বৈ ব্রহ্মনস্য সভাঃ। ইষ্টব্য প্রাঙ্ উৎক্রম্য
ব্রুয়াৎ গোমং অগ্নে অভিমানঃ অস্বে যজ্ঞ ইতি অব সর্বম্।
রুন্ধে প্র সহস্রম পশুন্ অপ্নোতি অস্য প্রজায়ম্ বাজি জয়তে। (তৈ. স. ১/৭/৬/১৮-১৯)

এখন চলেছে সাধন চেতনে পূর্ণতার সদা আবাহন।
অগ্নির এই আহ্বান ব্রত করুক প্রজ্জ্বলিত জীবন মাঝে নবীন শিখা
ভাগবতী ভাব বিকাশ মন্ত্র পথে হয়েছে সে বাঙ্ময় আহ্বান
হোক হৃদয়ের অভ্যন্তরে তারই বিকাশ ধারা অনন্ত আবহে।
শিখাময় হয়েছে হৃদয়ের অভীপ্সা করে আহ্বান পূর্ণ সনাতনে
হোক স্ফূর্তি ভগবৎ ভাবময় চেতনের জীবনের সূত্র করে অঙ্গীকার।
প্রণাম নিবেদনের এই পর্বে হয়েছে আত্ম নিবেদনের মূর্ত প্রয়াস।
তোমায় করে অঙ্গীকার জীবন মাঝে অনন্ত ভাব বিকাশের এই পর্বে।

পরম সত্যকে অনুভব করবার পথটি আত্যন্তিক। একেবারে গূঢ় উপলব্ধির পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হয় এই পথে। আর এই পথেই এগিয়ে যেতে চাই জীবন পর্বে গভীর প্রস্তুতি। মনের মাঝে যা কিছু অন্তরায় তাকে সরিয়ে দিয়েই প্রস্তুতিটি শুরু হয়। এই প্রস্তুতিপর্ব মন ও প্রাণের মধ্য থেকেই জাগিয়ে তুলতে হয়। মালিন্য মুছে দিতে হয়।

অবিদ্যা-অস্মিতা-রাগ-দ্বেষ-অভিনিবেশঃ ক্লেশঃ। (প. যো. শা. ২/৩)
তৎ প্রতিষেধঃ অর্থম একঃ তত্ত্বঃ অভ্যসঃ। (প. যো. শা. ১/৩২)

অবিদ্যা হল ভগবানকে না জানা। জগতের সব বিদ্যা-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-যন্ত্র ব্যবহার বিধি প্রয়োগ বিদ্যা - অথবা অন্যান্য যে কোনও বিদ্যা, অথবা — এগুলি সব সংযুক্ত হয়ে সামগ্রিক যে বিদ্যা তার সমন্বিত রূপও খণ্ডবিদ্যা বা আংশিক। তাই জগতের সব বিদার যোগফলও আত্যন্তিকে অবিদ্যা থেকে যায়। ভগবানকে জানার সিলেবাসটি বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে একাংশে আর বাকি সবটাই অন্তরের। অন্যদিক দিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ভগবানকে জানবার যথাযথ প্রচেষ্টা হল সূচনা। সূচনাটি যখন হয়ে যায় অন্তর মাঝে ভগবানের জন্য কিছু আকর্ষণ, কিছু ভালবাসা তৈরী হয়ে যায়। কিছু আকর্ষণ কিছু ভালাবাসার পর্ব যতই গাঢ় হতে থাকে, আকর্ষণ আর ভালবাসা বাড়তে থাকে। তখন ভগবানকে তার স্বরূপে অথবা কোনও রূপে দেখতে ভাল লাগে। ব্যাকুলতা ক্রমে সঞ্চার হয়। তখন যেন তেন ভাবে অথবা কোনও আছিলায় ইচ্ছা করবে যাই ছুটে, দেখে আসি। কোনও কারণ ছাড়াই আকুল হয়ে ছুটে যাওয়া হল ব্যাকুলতা।

The man, however, who is in love with goodness can never afford to head a solitary life, and yet his living with others and for others must remain essentially without testimony and lacks first of all the company of himself. He is not solitary, but lonely, when living with others must hide from them and cannot

even trust himself to what he is doing The philosopher can always rely upon his thoughts to keep him company, whereas good deeds can never keep anybody company, they must be forgotten the moment they are done, because even memory will destroy their quality of being good. Moreover, thinking, because it can be remembered, can to remembrance, can be transformed into tanjible objects which, like the written page or the printed book, become part of the human artifice. Good works, because they must be forgatten instantly can never become part of the world; they come and go, leaving no trace. They truly are not of this world.

(Hannah Arendt, the Human Condition, The University of Chicago Press, Chicago, London, 2018, p. 76.)

ভগবানকে অরূপে দর্শন-স্পর্শ-শ্রবণ-ঘ্রাণ-আস্বাদনের জন্য চাই ভগবানের এক মূর্তিময় অবতরণ। জীবন্ত মূর্তির প্রতি পরিপূর্ণ আসা বড় কঠিন। মানুষের শরীরে যখন ভগবানকে নামতে হয়, তখন বরণ করে নিতে হয় জগতের সব সম্পর্ক, দায়, দায়িত্ব, কর্তব্য। শুধু তাই নয়, জগতের দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য দিয়ে শেষ হয় না, দায়িত্ব থেকে যায় পরম্পরার জন্য। শুধুমাত্র দায়িত্ব জ্ঞানে নয়, জগতের যে নিয়ম-বিধি— জগৎপথ তাকে মেনে নিয়েই এগিয়ে যেতে হয় জীবন-জগৎ সম্পর্ক স্থাপন ও দৃঢ়তায়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক একটু দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে পড়েছিলেন। কাত্যায়নীর সঙ্গেই জাগতিক পথে হাঁটতে গিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন জীবনের গূঢ় জাগতিক বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে বুঝলেন ভগবান কেন সব ব্যবস্থা করেছেন জীবনে। ঋষি উপহার দিয়ছেন বিশেষ মনোভাব গড়ে নেওয়ার পথ, যে পথে জৈব প্রক্রিয়া হয়ে চলে তারও মধ্যে ভগবানকে পরিপূর্ণ মাত্রায় মননে, ধ্যানে, চেতনায়, স্মরণে ধরে রাখা যায়। তাই অবতারণা হল ভগবানের একেক রূপকে একেক অবস্থার স্মরণ-মননে ধরে রাখা।

"ঔষধে চিন্তয়েৎ বিষ্ণুঃ; ভোজনে চ জনার্দ্দনম; শয়নে পদ্মনাভংচ; বিবাহে চ প্রজাপতিম;
যুদ্ধেঃ চক্রধরঃ দেবং সাধনে চ ত্রিনেত্রম; নারায়ণঃ তনুত্যাগে; শ্রীধরঃ প্রিয় সম্ভাষণে।"

সব অবস্থাতেই ভগবানকে স্মরণে রাখতে হয়। কঠিন। অভ্যন্ত কঠিন। কিন্তু যে মন ভগবানকে নিবেদিত হয়েছে তার ক্ষেত্রে সহজ। খুব সহজ। প্রত্যক্ষ। ভগবানই অন্তঃ দৃষ্টিতে ভাসবেন সদাই। এটিই কাম-কাঞ্চন ত্যাগের অবস্থা। কথাটি বস্তুত পক্ষে 'কাম-কাঞ্চন ত্যাগ'; 'কামিনী' শব্দটি নারীর জন্য অবমাননাকর। নারী কামিনী নন — তিনি বস্তুত পক্ষে 'মা'। হয়, হবেন, না হয় হয়েছেন, অথবা হতে পারতেন বা পারবেন। না হলেও; ও পথে যার ইচ্ছার প্রতিরোধ রয়েছে তিনিও একজন গোটাগুটি 'মা'। তিনিও ক্ষমা-দয়া-দায়িত্ব-যত্নশীল সবাইকে নিয়ে পথচলার এক মহীয়সী চেতন সত্ত্বা। জগতের সব মায়েদের বা মাতৃপ্রতিমাকে জানাও প্রণাম।

যজ্ঞমাতার দিব্য কৃপাপরশে ঃ

দেব সবিতঃ প্র সুবঃ যজ্ঞং প্র সুবঃ
যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্য গন্ধর্বঃ।
কেতপুঃ কেতং ন পুনতুঃ বাচষ্পতিঃ বাচম অদ্য
স্বধাতি নঃ। ইন্দ্রস্য বজ্রং অসি বাতঘ্নঃ ত্বায় অয়ম বৃত্রম বধ্যাৎ। (তৈ. স. ১/৭/৭/১-২)
দৈবী ভাগবতী দিয়েছেন আহ্বান বিকাশ আর জাগরণে।
কর্মাদির সব ভাবনা করে সংহত চলেছি এগিয়ে জীবন পথে।
এসেছে দেব আকর্ষণের এই ক্ষণ-কালের পটভূমিতে হোক ভাব সঞ্চয়।
যেমনে চেয়েছে ভাববিকাশের উন্মোচন যজ্ঞ কর্মের তেজ শক্তিময় হয়ে।
হয়েছি মূর্ত এই ভাগবতী প্রজ্ঞায় হয়ে স্নাত বিশুদ্ধতার পর্বে।
হোক জগৎ ব্যাপ্ত নবীন বিকাশ পর্বের জগৎ সঞ্চারে।
এখন নিজের গবেষণার এই পর্ব হয়েছে সাধন বিজয় পর্বে।
দেবরাজের বিশেষ কৃপাশক্তির আহ্বান জীবন পথে সদাই।

মায়ের কৃপাদৃষ্টির প্রবাহে ঃ

বাজস্য নু প্রসবে মাতরং মহিম অদিতিম্
নাম বচসা করামহে। যস্যাম ইদং বিশ্বং।
ভুবনম আবিবেশ তস্যাং
নো দেবঃ সবিতা ধর্ম সাবিষৎ। (তৈ. স. ১/৭/৭/৩)

মহান তোমার ঐ বিরাট প্রকাশ হোক কৃপাপূর্ণ।
মহামাতৃকা এই রূপ প্রকাশ করেছে সৃষ্টি মাধুর্য বিকাশ।
অপরূপ এই সৃষ্টির পর্ব হোক মূর্ত তোমারই মাধুর্যের আকর্ষণে।
প্রকাশের এই পর্ব হোক ভরপুর ইতিহাসপূর্ণ প্রয়াসের ভবিষ্যৎ ভাবে।
মহাবিশ্বের সকল অংশে হোক এখন দেবপ্রকাশ পর্ব।
বিস্তৃত এই নিবেদনের আগ্রহ হোক্ বাক সৃষ্টির আগ্রহ।
জগন্মাতার অদিতি রূপের এখন জগৎ বিজয় সৃষ্টির পালনে।
এখন সৃষ্টিলীলার পথে নতুন সৃষ্টির এই স্বাগত আহ্বানে।

সত্যপথের এই নিত্য অভীপ্সায়ঃ

অপ্সু অন্তরম ঋতম অপ্সু ভেষজম্।
অপাম উত প্রশাস্তিষু অশ্বা ভবথা বাজিনঃ।
বায়ুঃ বা ত্বা মনুঃ বা ত্বা গন্ধর্বাঃ সপ্তভিঃ অগতি।
তে অগ্নেঃ অশ্বম্ আয়ুঞ্জন্ তে যষ্মিন যবম্ অদধুঃ। (ঋ. বে. ১/২৩/১৯)
(তৈ. স. ১/৭/৭/৪-৫)

চিরন্তনী কৃপা প্রসাদ জীবনের নিত্য বিকাশী।
সঞ্জীবনী হয়ে জীবনের কাছে হয়েছে পরম আগ্রহ ভরে।
আর নিত্য আস্বাদনের মধ্যে মৃত্যুহীন্ ঐ জীবন আবেশে।
যেমন করে তোমার দেওয়া দিব্য বারি জীবনের সাধনে।
সদা ধৌত পার্থিবের সব মালিন্য অমর্তের আহ্বানে।
করে সমর্পণ জীবনের সব দায় জগন্মাতার চরণে।
জ্ঞান-শক্তি-ভক্তির সার্বিক মিলনের এই ক্ষণ পর্বে।
হোক উন্মোচন জগৎ মাঝে দিব্য চেতনেরে করে আকর্ষণ।

ব্রহ্ম বিজয় প্রয়াসের সাধনে ঃ

অপাং অনপাৎ অশুহেমন যঃ উর্মিঃ।
কুজুদ্মান্ প্রতুতি বাজসাতমঃ তে নায়ম
বাজং স্যেৎ। বিষ্ণঃ ক্রমঃ এসি
বিষ্ণঃ ক্রান্তম্ অসি বিষ্ণঃ বিক্রান্তম অসি। (তৈ. স. ১/৭/৭/৬-৭)

বিজয়ের পর্বে এগিয়ে চলুক ভাগবতী আকাঙ্ক্ষা।
জ্ঞান আহরণের পর্ব হয়েছ ভাগবতী আকর্ষণে ভরপুর।
এখন দিব্য ভাব বলয়ের আকর্ষণ করেছে আহ্বান জীবন রথ
ভগবানের জন্য অভীপ্সা হয়েছে জাগ্রত অনুভবের পথ বেয়ে।
সাধন চেতন হয়েছে উন্মুখ দিব্য পরশের আশায়
সকল বধাকে করে অতিক্রম জীবনের এই পর্বে পর্বে।
তুমিই দিয়েছ এগিয়ে চলার শক্তি দিয়েছ আগ্রহ
নিবেদনের শক্তি ও তোমার দান জীবনে অহেতুক কৃপায়।

নারীরূপের মাঝে যখন মাতৃচেতন ফুটে ওঠে তখন তিনি হয়ে ওঠেন প্রবল শক্তির আধার। জগৎকে আবাহন করে নিয়ে আসা, লালন করার পর্ব আর সৃষ্টির মাঝে যত প্রাণ যত কিছু তার সুসংহত বিকাশ ফুটে ওঠে জীবনের মাঝে। মাতৃরূপা বা মাতৃসম্ভাবনার পর্ব থেকেই গড়ে ওঠে জগৎময় বিপুল সব উদ্যোগ। মাতৃশক্তির ছোঁয়ায় উষাকালের আলোর দীপ্তি জগৎ মাঝে প্রবেশ করে। জীবন কর্মের সূচনা হয়ে যায় ঐ উষার আলোর স্পর্শেই। উষার আলোর দীপ্তি জগতের কর্মজীবনই শুধু সূচনা করে তাই নয়। এটি নবীন চেতনের সূত্র ফুটিয়ে তোলে জগতের মাঝে। ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করে দেয় জগৎ ও জীবন সমূহ। জীবন বিপুল বিচিত্র চারদিকে ভরপুর করে তোলে। কর্মের জাল যখন জীবনকে জড়িয়ে রাখে, সে জাল ছিন্ন করে সেই মানব চেতনই

মাত্র বেরিয়ে আসতে পারে। যার মধ্যে প্রবেশ করেছে ভগবানের জন্য আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বিশ্বাস আর ভালবাসায় হয়ে ভরপুর গড়ে দেয় ভাগবতী আকর্ষণের দিব্য পরিচয়। এই ভাগবতী আকর্ষণ ক্রম বিকাশে গড়ে দেয় এক নিজস্বতার নিরীখে গড়ে দেওয়া জগৎ ব্যাপ্ত চেতনার বিপুল দীপ্তি। জগতের বিকাশ পূর্ণতার অভিমুখে এগিয়ে চলবে ক্রম একাগ্রতায় হয়ে মগ্ন।

It is this worldlessness inherent in good works that makes the lover of goodness an essentially religions figure and that makes goodness, like wisdom in antiquity, an essentially non-human, super human quality. And yet love of goodness unlike love of wisdom, is not restricted to the experience of the few, just as loveliness, unlike solitude, is within the range of every man's experience. In a sense, therefore, goodness and loneliness are of much greater relevance to politics than wisdom and solitude, Yet only solitude can become an authentic way of life in the figure of philosopher whereas the more general experience of loneliness is so contradictory to the human condition of plurality that it is simply unbearable for any length of time and needs the company of god, the only imaginable witness of good works, if it is not to annihilate human existence altogether. The other worldliness of religious experience in so far as it is truly frequent one of beholding passively a revealed truth manifests itself within the world itself, this like all other activities, does not leave the world, but must be performed within it.

(Hannah Arendt, The Human Conditions, The University of Chicago Press, Chicago, London, 2018, p. 77.)

অন্তরের ভাব নিবেদন হয়ে গেলে অন্তর জগৎ যেন রিক্ত, শূন্য হয়ে যায়। এই শূন্য হৃদয় মন-প্রাণ-অধিকার করে নিতে পারে অন্যকিছু। সাধকপ্রাণ যদি এসবকে ভুলে গিয়ে শুধুই ভগবানকে বরণ করবার জন্য মন-প্রাণ-প্রস্তুত হয়ে যায় তখনই গড়ে ওঠে ভগবানের জন্য শ্রদ্ধা-ভালবাসা। আর পরিণামে গড়ে ওঠে জীবন মাঝে ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা যখনই ফুটে ওঠে, বিশুদ্ধ মনের একাগ্রতায় মনের মাঝে ভগবানের জন্য আকূতি জাগে। শ্রদ্ধা-ভালবাসায় মিশে থাকা ব্যাকুলতায় জীবন মাঝে ভগবানের জন্য উপলব্ধি দানা বেঁধে যায়। এমনভাবে ক্রম সঞ্চারে জীবনের সর্বত্র ফুটে ওঠে ভগবত্তার আকর্ষণ। জীবন ভগবত্তা হয়ে যায় পূর্ণত্বের অভিমুখ ক্রম সঞ্চারে ডুবে যাওয়া। ক্রমে জীবন মাঝে যে ভাব ও ভাবনাদি ফুটে ওঠে তার সব অংশের মধ্যেই রয়েছে ভগবানের পরশ। ভগবান স্বয়ংই হয়ে ওঠেন মূর্ত। ভগবানের জন্যই হয়ে উঠবে জীবনের সব ভগবত্তার বিকাশ পর্ব। ভগবত্তাই সামগ্রিকভাবে চেতনার উন্মোচন ঘটিয়ে দেয়। অন্তরের গভীরে থাকে বোধ, অনুভূতি আর উপলব্ধির মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলতে হয় জীবনের চলার পথের নতুন দিশা। এই নতুন দিশার জীবনের নতুন রঙ ফুটে উঠবে।

ব্যাকুলতায় দৃষ্টি-শ্রুতি-বাক-মনচেতন উন্মোচিত হয়ে যায়। উন্মোচনের পর্ব যতই হয়ে যায় দৃঢ়, ততই তার মধ্যে ফুটে ওঠে ভাগবতী চরিত্রের বিকাশ সম্ভাবনা। এই বিকাশ সম্ভাবনার মধ্য দিয়েই একের পর এক বিপুল বিকাশের পরিসর, এই বিপুল বিকাশ জীবনের এগিয়ে চলার পথের এক প্রকাশ পর্ব। জগতের মাঝে থেকেও জগতের সীমা করে অতিক্রম ভাগবতী ভাবনা ও ভাব বিকাশকেই বরণ করে নিতে হবে আগামীর পৃথিবীকে। এই ক্রমবিকাশই প্রাণে-মনে-হৃদয়ের মাঝে কুঁড়ি থেকে জাগ্রত হয়ে ক্রমে ফুল আবার ফুলের বিকাশের পথে ফল হয়ে উঠবে। ফুলে-ফলে এই জীবনময় ক্রমে ভগবৎ ভাববিকাশ হয়ে উঠবে ক্রমে পূর্ণ ভগবত্তার জন্য অখণ্ড আকর্ষণ।

দেবশক্তি হোক মূর্ত
সাধন জীবনে ঃ

অক্ষৌ ন্যায়ক্ষৌ অভিতঃ রথং
যঃ ধানন্তং বাতগ্রাম। অন্ধ
সঞ্চারান্তো দূরে হেতুঃ ইন্দ্রিয়াবান্ পতত্রী
তে ন অগ্নয়ঃ পপ্রয়ঃ পারায়ন্তঃ। (তৈ. স. ১/৭/৭/৮)

এখন হয়েছে সময় বায়ুর সঞ্চালনে চলতে এগিয়ে।
করেছ প্রতিকার যদি বা হয় নিম্নমার্গের কোন আক্রমণ।
হয়েছে যদি জগৎ প্রাকার ধাবমান করতে অধীকার সাধন সম্পদ
দিয়েছ শক্তি মনে প্রাণে হৃদয়ে করে অঙ্গীকার একমাত্র দেবচেতনে।
যেমনে হয়েছে সাধন অভিযান চলতে এগিয়ে সম্মুখ পানে

তেমন করেই হোক বিকশিত তোমারই জগৎ প্রভা জীবনে।
যা কিছু মালিন্য রয়েছে জগতের বুকে হোক যে মুক্ত
এখন হোক তোমারই চেতন অগ্নির বিস্তার হৃদয় মাঝে বহুজনে।

দেবসংযোগে যুক্ত জীবন মাঝে ঃ

দেবস্য অহং সবিতুঃ প্রসবে বৃহস্পতিনা বাজজিতা।
বাজং জেষং। দেবস্য অহং সবিতু প্রসবে বৃহস্পতিনা।
বাজজিতা। বশিষ্টং নাকং রুহেয়াম। ইন্দ্রায় বাচ।
বদতু ইন্দ্রম্ বাজম্ জপয়িতা ইন্দ্র বাজম অজয়িৎ। (তৈ. স. ১/৭/৮/১-৩)

সবিতার দীপ্তি এসেছে সাধন পথ করতে সমৃদ্ধ।
জগত্মাতার রূপ অবস্থানে এসেছে জগতের জন্য অদিব্য আকর্ষণ।
এখন হয়েছে সূচনা দেবভাষের নিনাদ রূপান্তরের এই পর্ব মাঝে
ব্রহ্ম দীপ্তির প্রভা হোক মূর্ত জীবনের নবীন প্রকাশ বলয়ে।
এখন দেবচেতন হয়েছে অবারিত জ্ঞান চেতন পথের নিত্য উন্মোচনে
হোক জীবনের মাঝে নবীন বিকাশ পর্ব করে অঙ্গীকার দিব্য জীবনে।
দেবতার দান যে শাস্ত্র-মন্ত্র হয়েছে তার বিকাশ মানবের সাধনে।
বিকাশ পর্বে এসেছে অফুরন্ত গুণপ্রকাশ দৈবী গুণের জীবন বিকাশে।

বেদবিকাশ জীবনের জন্য সত্যময় বিকাশ। মানব সভ্যতার আদি সত্য স্বতঃই হয়ে ওঠে শুধুমাত্র সত্যের পূর্ণাঙ্গ উন্মোচন সম্ভব। সত্যের পূর্ণাঙ্গ উন্মোচনের সম্ভাবনা তখনই ফুটে ওঠে যখন তারই সূচনার বীজসত্য বিপুল শক্তিময় হয়ে থাকে। এই শক্তি ও পরম্পরা স্বতঃই জীবনমুখি। ঋষিদের সত্যলাভ, সত্যকে বরণ অবলম্বন নির্ভর করে জীবন পরিচালন সবই হয়েছে এক স্বাভাবিক জীবনে থেকে। পরবর্তীতে নানা ধরনের সামাজিক রাজনৈতিক রাষ্ট্রীয় এবং স্বাভাবিক সময়-কেন্দ্রীক রূপবদলের মধ্য দিয়ে জীবনকে গড়ে নিতে হয়েছে সমাজকে নানা অবগুণ্ঠনের পথে। এমন ভাবধারা, সামাজিক বিশ্বাস গড়ে উঠল যার ফল হল জীবন বিভাগ। অর্থাৎ, সাধারণভাবে জীবনের পথচলা একরকম আর ঈশ্বর লাভের জন্য প্রয়াস অন্যরকম। পূর্ণচেতন-পূর্ণসত্যকে বরণ করতে হলে ঘর-সংসার-সমাজ প্রতিবন্ধক। এরজন্য অন্য ধরনের ঘর-বাড়ী-ব্যবহার বিধি বরণ করতে হবে যেখানে নরনারীর একসাথে থাকা চলে না। পুরুষগণ নারীকে মনে করবে সাধন-শত্রু, অন্যদিকে নারীগণ পুরুষকে একই শত্রু জ্ঞান করবে। এই বোধই গড়ে দিয়েই নানা ক্ষেত্র যেখানে ভগবানের পূজা-ধ্যান ইত্যাদি হতে পারে আর যে সব মানুষ সেখানে থাকছেন বা থাকবেন তারা একটি উন্নত শ্রেণীর, তারা ঈশ্বরের চিহ্নিত, কাছের।

এগুলি সব্যতার ভ্রান্তি। মানবের এই বিকাশের প্রতিটি পর্বে ভগবান জড়িত। তিনিই স্বতঃই নিত্য সনাতন স্বয়ং আত্মারূপে সব প্রাণের গভীর অভ্যন্তর-হৃদয়মাঝে বিরাজ করেন। ভগবৎ উপলব্ধির প্রথম শর্ত মন-প্রাণ-হৃদয় সবরকম বাসনা-আবিলতা-ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ ও তৃপ্তির হাতছানি পেরিয়ে গিয়ে ফুটে উঠবে নির্মল চরিত্র যার মন-প্রাণ-হৃদয় হয়ে উঠবে বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ মন ও বিশুদ্ধ বুদ্ধির প্রভাবেই সাধন শক্তি ফুটে উঠবে লাভ করবেন সাধক, ব্রহ্মজ্ঞান।

ঋষিগণ ছিলেন প্রত্যেকেই এককভাবে ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁরা ছিলেন সমাজে-সংসারে হয়ে পূর্ণ নিরাসক্ত ও ভগবানে নিবেদিত। ঋষিগণ বিবাহিত-পুত্র-কণ্যার জনক বা জননী অথবা সমাজের কোন কল্যাণকারী কার্যে পূর্ণ নিবেদিত। কামনা-বাসনা-ষড়রিপুর কিছুই তাদের তাড়িয়ে নিতে পারেনি। এই ঋষিগণই নারীঋষির সংখ্যাও বিরাট সমগ্র বেদ সৃষ্টির কাজে, ভগবানের আদেশ-বাণীপ্রাপ্ত হয়েছেন। বেদমাতা সরস্বতী স্বয়ং এই ঋষিদের কাছেই বেদ উপহার দিয়েছেন। এপর্যন্ত প্রায় কুড়ি হাজার বছর ধরে এই বেদ সত্যই হয়েছে নানারূপে, নানা রঙে, নানা ভাবে জগৎময় ব্যাপ্ত। তিনিই মূর্ত হয়ছেন বেদসত্যের অভ্যন্তরে। সহজ-সাধারণ জীবন দিব্য গুণ সম্পন্ন যিনি অন্তরে ভগবানকে বরণ করে নিয়েছেন বা নেবেন, তার কোনও পোষাক-বিশেষ স্থান-বিশেষ পরিচয় বা এমন ভাবনার আশ্রয় বাতুলতা। ভগবান প্রত্যক্ষ, সরাসরি, সদই বন্ধু হয়ে ভাগবতী জীবনের মাঝে অবস্থান করেন। হয় জীবের ব্রহ্মলাভ ও জীবন জয়।

—ঃঃ—

ব্রহ্মের অধিষ্ঠান বাক্যে ও মনে

মানবেন্দ্র ঠাকুর

ওঁ বাক্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা
মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্।
আবিঃ আবিঃ ম এধি।
বেদস্য ম অনীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসিং।
অনেন অধীতেন অহোরাত্রান সংদধামি।
ঋতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি।
তৎমাম্ অবতু তৎ রক্তারাম্ অবত।
অবতু মাম অবতু বক্তরম অবতু বক্তারম্।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

বেদ মন্ত্রের প্রারম্ভিক আর অন্তিম বাণী তার শান্তি পাঠ। বেদ সত্যে বেদ শরীর ধারণ করেন শান্তি পাঠের মধ্যে রয়েছে একটি বেদের মৌল বাণী। যে সকল উপনিষদ ঐ বাণীকে বরণ করে নেয় সেগুলিই ঐ বেদের সত্যান্তর্গত। এভাবেই এসেছে বেদ প্রবাহ পরম্পরায়। এক একটি বেদধারা তার স্বাতন্ত্র খুঁজে নিয়েছে। এ স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে প্রত্যয় প্রকরণে, ভাবে, দর্শন অন্বেষণে, রীতি প্রতিষ্ঠায় আর জীবন বোঝে। আর শান্তি পাঠের প্রথম স্তবকে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মবার্তায় ভরপুর হয়ে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হোক বাক্যে। মনের অভ্যন্তরে। সত্য স্বরূপ তিনি বেদপ্রকাশে স্বয়ং এগিয়েছেন। তাই নিশিদিন ঐ সত্যকে সব অঙ্গের সংবেদ দিয়ে ভরপুর করে তোল। তিনি বেদবাক্য প্রকাশ করেছেন বেদ সত্যের অনুভবের মধ্যে। এই সত্য জাগ্রত হয়ে জীবনকে ভগবৎ ভাবের গভীরে করবে নিমজ্জিত। সব দ্বন্দ্ব আর ছন্দহীনতা এখন হবে দূরীভূত যদি একবার বেদজ্ঞানের ধারাটি জীবন মূলে এসে জীবনের চরিত্র দান করে।

কে এমন আছে যার মধ্যে ব্রহ্ম জ্ঞানের কণা অনুপস্থিত? কে এমন আছে যে ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ জেনেছে? এমন তর হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান কণা অনুপস্থিত এমন কোন জীবন, এমন কোন প্রাণ নেই, আবার ব্রহ্মজ্ঞান দীপ্তি বিরজিত প্রাণ অসম্ভব। ব্রহ্মকে সবটাই জেনে ফেলেছি এমনও হয় না। উপনিষদের ঋষি বলেছেন যে ব্রহ্মকে ভাল করে জেনেছি এমন নয়; আবার একেবারেই জানতে পারিনি এমনও নয়। তাঁকে জানা বা না জানা যুগপৎ হয়ে চলেছে।

জগতকে জেনেছো, তাই ব্রহ্মকেও কিঞ্চিত জেনেছো। যে বিদ্যা জগতের জন্য, যার উদ্দেশ্য জগৎকে জেনে জগতের সীমায় সীমিত হয়ে থাকা সেটিও ব্রহ্মকেই জানা। জগতের সব কিছুই ব্রহ্মের উপাদান। এখনকার জড়, চেতন সবই ব্রহ্মের উপাদান। জড়কে জানা, জড়ের সন্ধানে এগিয়ে পড়া; জড়ের ধ্যান-এ ব্রহ্মেরই ধ্যান। যে শাশ্বত সনাতন, এই উদার দৃষ্টিতে সকলকে ভরিয়ে দিচ্ছেন, যার উন্মোচন এসবেরই মধ্য দিয়ে হয়ে চলেছে ক্রমাগত, নিত্য সেও ব্রহ্মের প্রকাশ। ব্রহ্মকে অস্বীকার করে জড়ের ধ্যানে যে রয়েছে নিযুক্ত সে ব্রহ্মকে বরণ করে নিয়েছে জগতে, জীবনে। ব্রহ্মের অঙ্গীকার তার জীবনে হয়েছে জড় উপাদান, জাগতিক উপাদানের মধ্য দিয়ে। জড়ের চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য, পৃথিবীর জন্ম নিরুপনের জন্য যে বিজ্ঞানী বিগ্‌ব্যাঙের পরীক্ষা করে চলেছেন। যাঁর যন্ত্রে ধরা দিয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবন কণা, নানা রোগের ঔষধ নির্ধারণে যিনি হয়েছেন তৎপর—তাঁদের মধ্যে ফুটে উঠেছে ব্রহ্মসাধন। ব্রহ্মের সাধন নিহিত হয়েছে সব সাধনে। তাই সকলের মধ্যেই হয়েছে ব্রহ্মজ্ঞান কণার ব্যাপ্তি-কম, বেশি। যে সাধক একান্ত নিমগ্ন চিত্তে নিত্য ব্রহ্ম উপলব্ধির পর্বে রয়েছেন ব্যাপ্ত এর মধ্যে রয়েছে ঐ সাধন-অভীপ্সা—ক্রমাগত ব্রহ্মব্যাপ্তিকে বরণ করে যিনি ব্যাপ্ত হতে চান, যিনি ভাল বেসেছেন ঐ পরম চেতনাকে, ভালো বেসেছেন ঐপরম চেতনাকে, ভালোবেসেছেন ভগবানকে, ভগবানের নানা প্রকাশকে, যিনি উদার হস্তে সঁপে দিয়েছেন নিজেকে ঐ পরম ধনের কাছে। যিনি হয়েছেন আহুত, যিনি হয়েছেন উদীপ্ত, যিনি হয়েছেন ব্যাপ্ত, তাঁর এখন ক্ষণ এসেছে ভাগবতী করুণায় ভরপুর হওয়ার, ভাগবতী ভাবনায় ডুবে যাওয়া। যিনি ভগবানকে বেছে নিয়েছেন জীবনে, বরণ করেছেন ঐ পরম সত্য, পরম সত্তাকে যিনি গ্রহণ করেছেন জীবনের সব নির্যাসকে

ব্রহ্মপদ রূপে, যিনি বরণ করেছেন জগতের সব উপহারকে তাঁকে স্বাগত জানাই ব্রহ্ম অঙ্গনে। এখানে তাঁরই অধিষ্ঠান। যিনি হয়েছেন নিবেদিত, নিবিষ্ট চিত্ত যিনি স্মরণে, মননে, ধ্যানে তাঁকে বরণ করে নিয়েছেন জীনের সব কার্যে, তাঁকে স্বাগত এই ব্রহ্মক্ষেত্রে। প্রেমের পরিধি এটি। এখানে রয়েছেন প্রেমময়, প্রেম স্বরূপ স্বয়ং। তিনি প্রেম বিহারী। দু'হাতে দশ হাতে, হাজারো হাতে তিনি বিলিয়ে চলেছেন অফুরন্ত প্রেম। তিনি প্রেম সঞ্চার করেন আবার প্রেম বিস্তার করেন। সঞ্চিত প্রেমধন উজাড় করে তিনি বিলিয়ে দেন প্রেম সন্ধানীদের। যাঁরা খুঁজে ফিরছেন ঐ ভাগবতী প্রেম, যিনি খুঁজছেন ভগবানের কাছে নিবেদনের সব সুত্র তাঁরই কাছে এগিয়ে আসে ঐ প্রেমাস্পদের উজাড় করা প্রেম নিবেদন। তাঁকে বরণ করে নিতে হয় আগ্রহে, নিবেদনে, উৎসর্গে। ঐ নিত্য সনাতনের অফুরন্ত প্রেম ভাণ্ডার হয়েছে পরিপূর্ণ জগতের উৎসর্গে, নিবেদনে। উৎসর্গে, নিবেদনে ভরে উঠেছে তাঁর ভাণ্ডার। তিনি নিত্যই এই নিবেদনের কেন্দ্রে রয়েছেন উপস্থিত, যাঁরই কাছে এসেছে সব নিবেদনের প্রবাহ, তিনি স্বয়ং দুহাতে এগিয়ে দিয়েছেন ঐ নিবেদনের প্রবাহ। আমরা বরণ করে নিই তাঁকে পরম আগ্রহে, আবেগে। যে সত্য প্রবাহ এসেছে জগতের বুকে, ভগবানের যে অস্তিত্ব স্পর্শ করেছে এই জগৎকে, ভরিয়ে দিয়েছে বিশ্বের সব আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়াকে।

যিনি জানতে চেয়েছেন, তিনি পাবেন। যাঁর মধ্যে এসেছে উদ্দীপন ও প্রেরণা তাঁরই হবে উন্মোচন। যে চায়, সেই পায়। যে চায় না, সেও পায়, তবে বহুপরে। চাওয়ার তীব্রতায় পাওয়াটি এগিয়ে আসে। ভগবান শ্রবণ করেন, দর্শন করেন, অনুভব করেন ঐ ভাবের গভীরতাটিকে। প্রাণের গূঢ় আবেদনটি তিনি কান পেতে শোনেন; হৃদয়ের সংবেদটি ভাবানুভূতির স্পর্শ হয়ে পৌঁছে যায় তাঁর কাছে; আবার তাঁরই সামগ্রিক দৃষ্টির অধীনে ঘটে চলেছে তাঁর জগৎ লীলার মাধুর্য আস্বাদন। কখনও ঘটে চলেছে কর্মকারণ অন্বয়ে তাঁকে বরণ করে নেওয়া। কখনও গভীর ক্ষমতায়, ভালবাসায়, তাঁকে আঁকড়ে ধরা জীবনে বরণ করে নেওয়া। তাঁর লীলা চঞ্চল মাধুর্য প্রাচুর্যের মধ্যেই ফুটে ওঠে মানুষের ক্রন্দন ও আকুতির প্রতি আকর্ষণ। তিনি বরণ করে নেন ঐ ক্রন্দন আকুতির মূল নিনাদকে প্রিয় সংবেদরূপে।

তাই ভগবানকে চাওয়ার সব আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর ঐ সংবেদে ও সঞ্চারে। সংবেদ ও সঞ্চারটি যেমন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য তেমনি আবার সমগ্রের জন্য। জগতের সব তার নির্যাসটি যেন পাত্রস্থ হয়ে একটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ব্রহ্মজ্ঞানী রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বেদবিজ্ঞানের গভীরে তত্ত্বে, প্রকাশে' গ্রন্থ এথকে নেওয়া হয়েছে।

জপ মন্ত্র কখনও কি অবস্থায় করা যায় তা স্বামী গহনানন্দ মহারাজজী তাঁর লিখিত পুস্তকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে "মন্ত্রের জপ তুমি যে কোন অবস্থায় মনে মনে করতে পারো। মন্ত্রজপের উদ্দেশ্য এতে তোমার মন এতই শুদ্ধ হয়ে যাবে যে তুমি দেখবে কীভাবে নিজে নিজে তোমার মন প্রতিক্ষণ যে কোন কাজের মধ্যে প্রভুর নাম জপ করছে। দীক্ষার দিনে বলা অনুযায়ী দিনে তিনবার জপ ধ্যান করার পরও তুমি সারাদিন যে কোন কাজ করতে করতে অবিরাম জপ করার অভ্যাস করো। শ্রীশ্রী মায়ের নাম সারদা দেবী, শারদা নয়। সারদার অর্থ 'সার' প্রদান কারিণী এবং শারদা শরৎকালে যাঁর পূজা হয় সেই দুর্গাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা চালিয়ে যাওয়া, যেমন তুমি নিজের গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি রাখো তেমনি বুদ্ধি শুরু হলে সর্বভুতে ঈশ্বর বুদ্ধি রাখবে। অথচ এর জন্য তোমায় কিছু করতে হবে না; কর্তা তো যে হয় সেই করে। যে পর্যন্ত তুমি কর্তৃত্ব বোধ রাখবে, কিছুই হবে না; কালাকালের কর্তা যা করবেন সেটাই হবে। শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রী শ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ এবং ওনার গুরুভাইদের জীবনী এবং উপদেশগুলো কয়েক বছর ক্রমাগত পড়তে থাকো।

নিজের ভাবটি অন্যের কাছে প্রকাশিত না হয়। খুব শান্ত হয়ে থাকাই তোমার কাজ। তুমি পড়াশুনা করে এম.এ.পি.এইচ.ডি, ডিগ্রী অর্জন করে নিজেকে এই সংসারে থাকা যোগ্য করো, এটাই তোমার জন্য কর্মযোগ। শ্রীশ্রী ঠাকুর তোমায় ওনার নাম জপ করার অধিকারী করেছেন। উনিই তোমায় ওনার নাম জপ করার সামর্থ্যও দেবেন। উনার উপর ভরসা রাখো। জপ করেনি, অল্প করেছে, এমনটা ভাবার জন্য যা সময় লাগবে ঐ সময়ে ওনার নাম জপ করো। তোমার এই দুঃসময়ের দিনগুলোতে আমি এটাই বলতে চাই যে, শ্রী শ্রী ঠাকুর এবং শ্রী শ্রীমায়ের কাছে প্রার্থনা করতে থাকো, সর্বক্ষণ শ্রী শ্রী ঠাকুরের নাম জপ করতে থাকো। শ্রী শ্রী ঠাকুরের নাম জপ করা ছাড়ো আমাদের এই সংসারে বাঁচার আর কোন উপায় আমার জানা নেই।

আমি তোমার মঙ্গলের জন্য শ্রীশ্রী ঠাকুরকে নিরন্তর প্রার্থনা করি। তুমি নিজেই নিজেকে পরিবর্তন করতে চাও না। তুমি নিজের জীবন এইভাবেই অতিবাহিত করতে চাও যে ভাবে চলছে। যদি তুমি ইচ্ছের পরিবর্তন না করো তবে ধরে নাও তোমার জীবন এইভাবেই চলতে থাকবে। শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে কেউ যদি মকোদ্দমাতে জেতার জন্য বা এমনি কিছু কাজের জন্য যে তো ঠাকুর

দূর থেকেই দেখে বলতেন ঐ ওকে দেখো, ও আবার আসছে, আর যখন কাছে আসতো তখন শ্রীশ্রী ঠাকুর বলতেন—এটা আমার কাজ নয়। পঞ্চবটী যাও। ওখানে তোমার লোক বসে আছে স্বামীজীও নিজের এক গুরু ভাইকে চিঠিতে লিখেছিলেন—ভগবান স্বয়ং যখন সাহায্য করেন, তখন জন্মদাতার কাছ থেকেও কিছু চাইতে নেই।

আর এখন দেখো। ছেলের চাকরির জন্য তুমি ওনাকে খোশামোদ করছ। ছেলের কর্মের কি হবে? তুমি মা হয়ে ওকে জন্ম দিয়েছো, লালন পালন করে বড় করেছো; ওর সেবাও করেছো। এখন ওর জন্য তোমার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, তুমি তোমার কাজ করো। তুমি এটা তো জানো যে শ্রী শ্রী ঠাকুর সুচের ছিদ্র দিয়ে উটকে বের করে দিতে পারেন; তারপরও চমৎকারিত্বের কথা বলছো, কিছুদিন পর যখন বুঝতে পারবে, এখানে পুরেটাই আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, তখন কিছু আর বলতে পারবে না, তবু দেখতেই থাকবে।"

জয় মা- জয় মা- জয় মা

—ঃঃ—

অক্ষর পুরুষ

সনৎ সেন (পণ্ডিচেরি)

তিনি অবিনশ্বর, চিরন্তন, নিরাকার
তিনিই বিশ্বনিয়ন্ত্রণকারী শক্তি।
যিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যিনি সর্বজ্ঞ
সূর্যের মতো স্বমহিমায় যার প্রকাশ
যিনি দিব্যজ্যোতি যিনি জ্যোতির্ময়
যিনি ক্ষর বা নশ্বর জগৎ থেকে ভিন্ন
আকর সেই তিনিই সৃষ্টিময় বিরাজমান, সুক্ষ্মে-স্থূলে।
তিনিই পরমাত্মার রূপ তিনিই ব্রহ্ম।
এক চূড়ান্ত বাস্তবতার আধার তিনি
কোনও ধ্বংস নেই তাঁর
'ওঁ' শব্দ হ'ল তাঁরই প্রতীক
এই পবিত্র ধ্বনি দ্বারাই তিনি প্রকাশিত।
তিনি এক বিশুদ্ধ চেতনা পরমসত্তার রূপ
মোহমায়া অজ্ঞতা ভ্রমের অতীত
তাঁর জ্ঞান তাঁর ধ্যান জাগতিক মায়া ও মৃত্যুর
ঊর্ধ্বে এক গভীর আত্ম-উপলব্ধি আর
পরমধামে পৌঁছানোর পথ।
এসো আমরা স্থির চিত্তে ভক্তিযুক্ত হয়ে
সেই পরমপুরুষকে আহ্বান করি
একাগ্রমনে সর্বদা সেই অক্ষর পুরুষকে স্মরণ করি।

—ঃঃ—

ভগবত প্রেম

দেবপ্রিয়া ঘোষাল

ভগবত প্রেম-এ এক যেন অদ্ভুত শান্তি। তাঁর বলা কথা, তাঁর ভাবনা-চিন্তা সবকিছু যে এক পরমশান্তি। যে বা যারা এই ভগবত প্রেম গ্রহণ করেছেন সবকিছু যেন এক পরমশান্তি। যে বা যারা এই ভগবত প্রেম গ্রহণ করেছেন কিংবা এই পথে হাটছেন তারাই জানে এই ভগবত প্রেম কি সুন্দর, অপরিসীম যার কোন শেষ নেই যত গভীরে যাবে তাতে পাবে বিরলশান্তি। আচ্ছা কোনদিন মৌচাক ভাঙতে দেখেছো সেইখানে দেখা যায় কোনো মানুষ মৌমাছিদের তৈরি মৌচাকে কাটার আগে মৌমাছিদের সরিয়ে নেয় মৌমাছিরাও চেষ্টা করে আক্রমণ করার কিন্তু সবশেষে যখন সকল বাধা সরিয়ে চাক ভেঙে তার থেকে মধু পাওয়া যায় সে আনন্দ পরমতৃপ্তি দেয়। ভগবানের পথেও আসে অনেক রকম বাধা আসে অনেক কিছু সম্মুখীন হতে হয় মানুষদেরকে তাতে কি যত বাধা তত তাকে পাওয়ার জেদ এসে যায়। ঈশ্বরকে জানতে হবে। যিনি এই এতবড়ো পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন এত বড়ো সৃষ্টিকে চালাছেন। লক্ষ্য লক্ষ্য, কোটি কোটি জীবন প্রদান করনেন তাঁকে জানার, চেনার চেষ্টাতে করতেই হবে লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে তাঁকে পাওয়ার তিনি ঠিকই ধরা দেবেন মনের মণি কোঠা। তাঁকে পেতে কোথাও যেতে হবে না বিশ্বাস করো তিনি তোমারি মধ্যে থাকা একটা অংশে রয়েছে তার নাম হৃদয় । ওই হৃদয় খোঁজ নিয়ে দেখো তিনি সেইখানেই তোমারি ডাকের অপেক্ষায়

বসে আছেন কখন তোমার চেষ্টায় ভগবত্ আলোয় তোমার হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠবে। তাঁর জন্য চেষ্টা করতে হবে। শুধুই তাঁকে স্মরণ, তাঁর কথা চিন্তা দেখবে তিনি সবসময় তোমার ডাকে সড়া দেবে। জীবনটা অতো ছোটো নয় গো! জীবন, সময় এগুলো অনেক বড় জিনিস। কিন্তু কেবল তিনটে অক্ষর তো তাই আমরা মাঝে মাঝে ছোটো বলে ভুল করি। জীবনটাকে সেই ভগবত্ প্রেমকে পাওয়ার জন্য ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও না। দেখবে একসময় তিনি নিজেই তোমাকে বলে দেবে তোমার হৃদয়ের ভেতরকার বাস করা উচিত। তাকে ব্যাকুল হয়ে বলো হে ভগবান হে পরমপিতা হে জগদিশ তোমার দেওয়া এই আমার এই জীবনে তুমি এসো ঠাকুর তুমি পথ দেখিও পরমপিতা। যে চায় তাঁর কাছে ধরা দাও প্রভু। ঠাকুর বলতেন—যতক্ষণ শ্বাস আছে ততক্ষণ সাধনা, যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ ঈশ্বরচিন্তা। প্রার্থনা করো, বিশ্বাস রেখো, ধৈর্য্য ধরো তিনি সবকিছু জানেন।

—ঃঃ—

মন

চন্দ্রিকা

"আপনাতে আপনি থেকো মন,
যেও নাকো কারো ঘরে।"

মন, তুমি নিজেতে থাকো, মন, তুমি নিজেকে জানো। নিজেকে জানার মাঝেই চেষ্টা করতে থাকো তাঁকে জানার। চেষ্টাই উপায়, চেষ্টাই পথ। যে পথ নিয়ে যাবে তাঁর কাছে। চারিদিকে কত আড়ম্বর, কত কোলাহল। মন, তুমি সেদিকে তাকিও না। বহু বহু বহুর মাঝে যে চিরন্তন সত্য, যিনি চিরন্তন আনন্দমূর্তি, তুমি তাঁকেই চাও। শুধু। নিজের সমস্তটুকু দিয়েশুধু তাঁকেই আঁকড়ে থাকো। শত লাঞ্চনার অপমানের ঝড় এসে উথালপাথাল করে দিক, মন তুমি তাঁতেই থাকো। মহাসমুদ্র তোমার সামনে বিস্তৃত—তোমারই জন্য; তুমি মিশে যাও, ডুবে যাও নুনের পুতুল হয়ে গলে যাও তাতে।

মন নিজেতে থাকো— তবে আমি 'আমি' কোরো না। তুমি তাঁর—আরও অনেকের মতোই তুমিও একজন পথিক। নিজেকে তাঁর করে তোলো, তবে তিনি শুধু তোমারই এ ভাবনা ভেবো না। 'বিশেষ' হওয়ার প্রলোভন ভুলো না মন। জগতের কারো কাছে প্রমাণ করার নেই তোমার সাথে তাঁর নৈকট্য কতখানি। তুমি ধন্য হয়ে যাও যে তিনি তোমায় ভালোবেসেছেন। তিনি সে সবার, সবাই তাঁরই, তিনি খণ্ডে খণ্ডে সবার সাথে যুক্ত, আবার একই সঙ্গে তিনি অখণ্ড পূর্ণব্রহ্ম সত্তা। শূন্য থেকে পূর্ণ, পূর্ণ থেকে শূন্য—সর্বত্র বিরাজমান সর্বদা।

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণম্ উদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেব বা অবশিষ্যতে।।"

তাঁর আপন সংসারে কাকে ফেলবে, কাকেই বা রাখবে আলাদা করে? সব বিভেদই মূল্যহীন। অমূল্য সময় বৃথা কালবিক্ষেপে নষ্ট করো না মন। কে কি করলো, বললো; তাতে তোমার কী? তাঁর সন্তানদের তিনিই দেখবেন। অন্যকে বিচার করার দায়ভারতোমার ওপর নেই। সেই যোগ্যতাও তোমার নেই। তুমি নিজেকে চেনো, নিজেকে জানো। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে, প্রতিটি কাজে ধ্রুবতারার মতো তাঁকে সামনে রেখে এগিয়ে চলো তুমি। একান্ত সাধনায় সর্বস্ব পণ করে— অনুসরণ করো তাঁর পথ। অনুসরণ করো, তবে অনুকরণের ভ্রান্ত চেষ্টা কোরো না। তিনিই তিনিই, তাঁর মতো কেউই নয়। স্বয়ং পূর্ণ, শিবচৈতন্য।

তাঁর মতো আপন কেউই নেই। প্রেমস্বরূপ তিনি। তাঁর সমগ্র প্রকাশই প্রেমময়।

প্রেম অতিভারঃ নির্ভিন্ন পুলকাঙ্গঃ ইতি নিবৃতঃ
আনন্দ সমপ্লাকে নিনো। ন অপশ্যম্ উভয়ম্ বৃণে।'
(ভাগবত ১/৬/১৭)

তাঁর এই প্রেম ভার প্রকাশের পর্বে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়ে যাও মন। তাঁর ভালোবাসার স্পন্দন অনুভব করে ভরিয়ে তোলা নিজেকে। অনুভবের তীব্রতায় বাড়তে থাকে আকর্ষণ। জীবনের শত কাজের মাঝেও মন পড়ে থাকে তাঁর দিকে। সমস্ত হৃদয় যেন ফুল হয়ে ফুটে থাকে তাঁর চরণে নিবেদিত হওয়ায় অপেক্ষায়। সব কাজই তাঁর কাজ। কোনো কিছুই যেন তখন আর অসম্ভব নয়। একই সঙ্গে মনের মাঝে বয়ে চলেছে আনন্দের ফল্গুধারা, সর্বদাই তো তিনি রয়েছেন। কিসের কুণ্ঠা? কিসের ভয়। স্বয়ং তিনি

গুরুরূপে নিয়েছেন পথপ্রদর্শনের ভূমিকা।

বালক-সত্যকাম জেনেছিলেন এইসত্য। তাঁর অন্তরে জেগেছিল সত্যের প্রতি তীব্র এই আকর্ষণ। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা অন্তরে নিয়ে পৌঁছেছিলেন তিনি ঋষি গৌতমের কাছে।

"সঃ হ হরিদ্রুমতং গৌতম এতৎ উবাচ
ব্রহ্মচর্যং ভগবতি বৎস্যামি উপেয়াম ভগবন্তম্ ইতি।"
(তৈ. উ. ৪/৪/৩)

ঋষির জানতে চেয়েছিলেন বালকের পরিচয়। নাম, গোত্র, পিতৃপরিচয়। সরল বালকের সত্যকথন মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। অসংখ্য শিক্ষাপ্রার্থীদের মধ্যেও তিনি নির্বাচন করেছিলেন সত্যকামকে। স্বয়ং গুরু হয়ে তাঁকে নির্বাচন করলেন তিনি শিষ্যরূপে সকলকে বিস্মিত করে বালক সত্যকামকে তিনি দিলেন এক আপাত অসম্ভব কাজের দায়িত্ব। সত্যকামকে তিনি দিলেন তাঁর আশ্রমের চারশত গাভী—যার অধিকাংশই রুগ্ন, জরাগ্রস্থ এবং দায়িত্ব দিলেন তাদের সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও দুগ্ধবতী অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে হাজার সংখ্যায় পূর্ণ করে ফিরে আসার।

"ব্রহ্মণঃ চ তে পাদং প্রবাণী ইতি।
প্রবীতু মে ভগবন্ ইতি। তস্মৈ হ উপাচ
প্রাচী দিক কলা প্রতীকি দিক কলা দক্ষিণা দিক কলা উদীচী দিক কলা
এষ বি সৌম্য চতুষ্কলঃ পাদঃ ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান নামঃ।
— (ছা, উ, ৪/৫/২)

বালক সত্যকাম আনন্দে শিরোধার্য করে নিলেন এই কাজ। ভাবেননি তিনি আগত আশঙ্কার কথা, অসম্ভবতার কথা স্থানও পায়নি তার মনে। সদ্যলব্ধ শিষ্যত্ব প্রাপ্তির আনন্দে আনন্দিত মনে তিনি নিজেকে পূর্ণভাবে নিয়োজিত করে দিলেন গুরু দায়িত্ব পালনে। তাঁর সরল অথচ দৃঢ় বিশ্বাস। অবিচল গুরুভক্তিতে সূচনাতেই তিনি উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন বিশ্বাসের পরীক্ষায়।

"অগ্নি তে পাদম্ বক্তা ইতি।
সঃ হ স্বঃ ভূতে গা অভিপ্রস্থাপক্ষাঞ্চকারঃ
তাঃ যত্র অভিসারম বভুবঃ তত্র অগ্নিম উপসমাধায়ঃ।
গাঃ উপরুধ্যঃ সমিধম আধার
পশ্চাৎ আগ্নঃ প্রাঙ্ উপ উপবিবেক।
— (ছা. উ. ৪/৬/১)

ঋষি গৌতমের শিষ্য হতে পারার আনন্দে অভিভূত মন নিয়েই সত্যকাম চলে গেলেন গভীর অরণ্যে। কণামাত্র দ্বিধা মুহূর্তের জন্যেও উদয় দুলো না তাঁর অন্তরে। প্রকৃতিমাতা স্বয়ং তাঁকে বরণ করে নিলেন। সন্তানস্নেহে। প্রাক্-যুবক বরণ করে নিলেন সন্তানস্নেহে। প্রাক্-যুবক বয়স থেকেই যে সাধনায় নিযুক্ত হলেন সত্যকাম, ঈশ্বর স্বয়ং তা পূরণের ভার নিলেন। নক্ষত্ররাজি থেকে আপাত হিংস্র বনের পশুসকল—সবাই যেন সহায়ক হয়ে গেল তাঁর। চতুর্দিক থেকে ব্রহ্মাবার্তা আঘাত থাকলো তাঁর কাছে, ঋদ্ধ হতে থাকলেন তিনি। সর্বত্রব্যপ্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ অনন্ত ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করলেন তিনি। লাভ করলেন চতুষ্কল ব্রহ্মের উপলব্ধি। এক মহান ঋষি গৌতমের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিতে প্রাচীন দেবভূমি ভারত প্রত্যক্ষ করলো আর এক নবীন ঋষি সত্যকামের উদয়।

এই বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকেই আসে সমর্পণ। সবকিছু তাঁতে সমর্পণ করে দাও মন। অগ্নিস্নাত হয়ে নিজেকে বিশুদ্ধ কর। বিশুদ্ধ আত্মায় ভগবানের অধিষ্ঠান। তাঁকে সখারূপ, বন্ধুরূপে ভালোবাসো। তাঁর সহচর হও, প্রার্থনা করো, তিনিও তোমার সহচর হয়ে সর্বদা সঙ্গ দেবেন। সে এক-অপার শান্তি। দ্বিধাহীন, অকুণ্ঠ সমর্পণ জীবনকে বরণ করে নেয় এক আনাস্বাদিত আনন্দের ভাবে। উৎসরূপে তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন, ঢেলে দিয়েছেন তাঁর কৃপার ধারা। তাতে ডুবে যাও মন। সব ভার তিনি নেবেন। তিনি নিয়ে থাকেন।

"তেষাম্ নিত্যাভি যুক্তানাম
অনন্য চিত্তে তাঁকে ডাকলে, তিনি স্বয়ং ভক্তের ভার বহন করেন। মন, তুমি মুক্ত হয়ে যাও। নির্ভাবনার এগিয়ে চলো সম্মুখপানে।

ঈশ্বরপথে যিনি আসবেন, তিনি যত অগ্রসর হবেন, বুঝবেন— বাধা আসবে আর চলেও যাবে। বাস্তবিকই, বাধাই— প্রমাণ সে চলেছে ঠিক পথে। ভালো কাজের বিনিময় অপমান, ভালোবাসার বিনিময় লাঞ্ছনা; ভীষণ সংগ্রাম, বিরামহীন লড়াই। প্রতি পদক্ষেপে লড়াই সবচেয়ে বড় লড়াই প্রায় সময়ই নিজের সাথে। সেই সংগ্রামের সাথে বুঝবার যাবতীয় শক্তির যোগান দিচ্ছেন তিনিই। মন, তুমি বুঝে নেবে ধীরে ধীরে প্রকৃত ভালোবাসার অর্থ। তুমি জানবে, একমাত্র তিনিই ভালোবাসতে পারেন আর তাঁকেই ভালোবাসা পায়। যখন বুঝবে, স্ব-ইচ্ছায় ক্রমাগতভাবে অধ্যাত্মচেতনার অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে যাবে তুমি। তুমি উপলব্ধি করবে ঈশ্বর তোমার কাছে আর কিছুই চান না। শুধু চান তোমার তাঁর কাছে সর্বস্ব নিবেদনের ও সমর্পণের অভীপ্সা। ঈশ্বর তাঁকেই সেই অসম্ভব কষ্টকর যাত্রাপথে ঠেলে দেন যার মধ্যে ক্ষমতা আছে সেই যাত্রা শেষে উপলব্ধি করার যে তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনিই থাকবেন—সর্বদা।

জগৎ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, এই জগতের মধ্যে থেকেই তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়ে তাঁর দিকেই এগিয়ে চলো মন। যে কোন পরিস্থিতিতে, যে কোন অবস্থায় তাঁর স্মরণ-মনন করা যায়। একটা দিন! ২৪ ঘণ্টা! সত্যিই কি আমরা তার সদ্ব্যবহার করি? যেখানে যখন যতটুকু অনুভূতি হয়েছে বা দিব্য স্পর্শ পেয়েছো, তাকে সংগঠিত করো মন। পৃথক পৃথক ফুলের মতো ছড়িয়ে থাকা অনুভূতিগুলিকে মালার মতো গেঁথে নিয়ে এগিয়ে যাও। নিয়ে এগিয়ে যাও।

যখন জীবনে দুঃখ, বিপর্যয়, যাতনা আসবে, বুঝবে তিনি আসছেন, তোমারই প্রার্থনায়, তোমারই প্রেমে ধরা দিয়ে তাঁর আগমন হচ্ছে তোমারই কাছে। তিনি সর্বদাই সর্বত্র বিরাজমান। তবে এখন হয়েছে সময় তাঁর মূর্ত হওয়ার । তোমার ভক্তির কাছে ধরা দিয়েছেন তিনি। তাই বিশ্বাসকে ধরে রেখো। শত প্ররোচনাতেও তাকে ভেঙে যেতে দিও না। তিনিই এসেছেন। শুধু একটু দূরত্ব আর বাকি। বিশ্বাসের নৌকায় ভর করে এই বিপর্যয়ের তরঙ্গ পার হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে যাও মন। থেকো সত্যের পথে, ঋতের পথে— বিশ্বাসে স্থির, কর্তব্যে অবিচল। তিনি সস্নেহ প্রতিক্ষায় অপেক্ষমান।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

—ঃঃ—

Quest for God in Life

Chandrika Roychoudhury

The path of God is the path of truth. The end of this journey is the "faith"–a strong belief. The pure faith finds the ground in the mind which is filled with divine thoughts and it gradually leads the life towards the truth. The strong aspiration to realise the oneness with the supreme, to get united with Him, keeps the journey of the devotee alive faith brings the realisation in his mind, it gradually unveils the layers of conciousness and helps the mind to get obsorbed in the meditation, his journey gets the nomentum when the root of faith goes deep in mind, devotion comes in life. When all the ups and downs, all the doubts get washed out from the mind, with the help of His blessings, faith becomes more intense, more strong and more firm among all the unrest and disturbances in the outer world, the devotee remains connected with his God and in His worship. He finds the existance of God in all the incidents in life and remains in search of God through all such experiences. The more genuine he becomes, the more he finds Him in everywhere and everything. The one, who is the eternal friend, eternal guide and eternal master, discloses Himself slowly. Feeling His omni presence the desire for getting His company becomes boundless in the mind of the devotee.

If God becomes the only desire of life, His blessings fulfill the hearts content. God is truly affectionate to his devotees. He always favours them. His blessings ore always unconditional, unlimited and spontaneous. He is always eager to give, he gets who whole heartedly desires to have it.

But this belief doesnot develop instantly. In the midst of the mandane world, if anyone chooses the way of divinity instead of materialistic desires, he has to get prepared for sacrificing everything. Only the faith on God gives him the support vand strength to move forward in this journey. The whole world with all its evil forces will attack the devotee to deviate him from following the path of truth. In such great turnoil he can remain unaffected, if his faith is very much deep-rooted. As a storm fails to uproot an ancient Banyan tree, the outer disturbances will certainly get defeated.

Generally, mind easily gets distracted by the different things and incidents of the world. Different kinds of temptations always try to mislead the devotee.

One has to be very patient and determind when it comes to concentrate his kind on only one thing despite living in the would. The mind is everything. Sometimes it flies high in the sky, sometimes it completely dissolves in the material thoughts. The 'call' for upliftment once and in other moment the templation for downfall. A devotee continues his journey through all this ups and downs. He gets the inspiration of going ahead from the blessings of the Almighty. His aspiration for God increases day by day, brings the increasing confirmity about the fulfillment of his desire.

Mind develops the faith. Usually mind has a tendency to easily get distracted from the thought of divine by many other tempting things of the World.

Mind forgets its true self. Deures of outer would cover the fact that the mind itself is the inseperable part of the supreme. Again, desire always increases with time. It can never be fulfilled. Mind jumps from one desire to other when previous one tends to be satisfied. This chain of desires keeps the mind imprisoned to the material world. One forgets who actually he is his real identify.

The indistinct vision of mind creates the difference between the creator and His creation. The impurities of mind invite the doubts again and again. The tree of faith grows in the ground of clean and pure mind only. The mind which is free from all the provocations of the external world, the mind which is free from the slavery of 'ego', this mind alone can reflect the mind of the universe.

God cannot ignore the invitation from a pure soul. If the faith on Almighty is proper, the devotion is involved in mind. Devotion rests on faith. If analysing and believing go together side by side, the foundation of faith remains weak. Doubtful mind doesn't has the ability to accept the 'truth' properly. After all the confusions and analysis, the ups and downs of mind settles, the urge of offering himself arises in the mind of a devotee. Surrender grobes within he mind. Complete dependency on God awakes from this surrender. The rhythm of the divine universe and the life becomes. God glided. This dependency on God keeps the devotee free from all the evil influences of worldly temptations and leads to the path of trut life becomes a devotional prayer. In every act, every behavior and in every thought the reflection of faith becomes more visible, more spontaneous.

Resting on aspiration of God, the rhythm of life develops. Life appear with its full glory infront of the devotee. Then it becomes free from selfishness and dissolves its individuality among the whole world. All the fragmented truth then join together and from the undivided oneness. This realisation strengthens the power of faith of the devotee and more intense becomes his practice of truth.

'Faithflow' and 'withdraw' — these two forces help to increase the speed of divine journey. To refuse all the enternal temptations is the first and foremost duty of a devotee. The resistance developing in the mind is the most critical abstruction for him. When the desire for offering himself to the Almighty overcomes the barrier of the obstruction caused by world desires, the faith on God

intensifies and becomes lasting forever. The devotee continues his journey to the path of eternity with a calm, composed and peaceful mind.

The ultimate goal of a devotee is to realise the oneness with God. The journey of life is the quest for kiling onself. It is on endless journey. The Journey is about to seek answers of the questions—

"Who am I?"

"Who is He?"

and "What is the relation between us?"

Let us all start the journey of realisation with the support of strong belief.

Let us all bow down to His holy lotus fat and pray to Him to give us the strength of faith which will lead us to Him. Let us all pray for the pure and unconditional love for Him which will make us realise the true meaning of our existance. May the lord give us the light which will show the path — the path of truth, the path of devotion and the path of faith.

Om. Shantih shantih shantih.

The Cosmic Form of God

Prof. (Dr.) Rama Prosad Banerjee

The fire comes to us through the solar system as our embodiment of God, the water as embodied presence of God, the entire resources of the creation, the universe is again the embodied presence of the God, the herbs, shrubs, trees and plants of all kinds collectively and singularly are embodied presence of God to benefit the human society of that. Therefore, let us all make a vow within ourselves that we develop a sense of respect, gratitude and we worship these resources of the cosmic system as a gift of God to us and therefore this remains on our respectable agenda and we always take care of that, do never cause harm to any of these elements whether they are in the form of apparently non-living or in a visible living condition.

This is the universality of presence of the divine. The universality of the presence of the divine offers the complete truth, the total truth in a universal system. The sages had always talked about this universality as a cosmic truth and the cosmic truth is one and all combined together. In the perception of the cosmic truth, the sages had always talked about the cosmic form of God in the form *of Parama Purusha,* the absolute form of God. The absolute form of God is the form of a divinely personality invisible but at the same time containing all the elements and all the organs of the entire cosmic system. It contains the soil, the earth, the internal, the sky, the intrinsics, the extrinsics, everything put together. That has again been clarified and explained categorically by the sages of the Vedas. They have said that this is *Isha, Isha* is all profound and everything combined together is known as *Isha,* the embodiment of the divine in varied forms but collected together or made to be present together.

And then the sages uttered the verse wherein it says,

Isha vasyam idam sarvam yatkincha jagatyam jagat ।
Tena tyaktena bhunjitha mag?dha? kasyasviddhanam ॥

This has been mentioned to indicate that whatever the God has created, whatever the divine has created, which is visible, tangible, recognisable through the organs of senses or their elaborate or extended functionaries or something which is dormant and cannot be made to appear before our sense of organs and be tested by the sense of organs to make a proof that it exists in the cosmic

system and that it has to be recognised from that perspective in the cosmic system. Whatever is there, it's contained, it's an offer from God. The resources that you have, it's an offer from God. Your internal resources as the level of its own origin and root is an offer from God. Whether you have nurtured that in the right sense of the term or not, that's your prerogative. If someone has nurtured that to the blossoming of or the fullest unfoldment of the possibility of the contents and therefore the person has been in a position to attain those aspects in life and the person is known as an achiever in life. An achiever is one who has got the same resources as contained by others but then who does not sleep on those resources but rather on the other hand the person cultivates those resources, engineers those resources to get a betterment of it, to get some better output of it and while the person is into the thoughts of work or the work as such, the person would always look into the best of it through a process and the lens of perfection in the world. Whatever perfection is possible to attain by a human being, the person if at all is after that perfection, wants to achieve that perfection in the work, the work turns into a rewarding work. A work gets a reward from the person, work becomes a rewarding thing from the person when the person has the ability or the content and the concern to have that kind of perfection attained in life. The perfection which is attainable, you can try for that in all situations and apparently unattainable perfection also can be achieved with your determined and consistent endeavour towards achieving that.

The sages have therefore taken us to the condition of the world wherein you can gather things, you can possess things, you can contain things from across by the power of your merit, by the power of your functionalities, by the power of your thinking, the power of your activities, but again do not consider that or those things together as your own alone. It's a gift of God and therefore when you are functioning and working as a person, consuming those things in life should have a balance, should create a balance in terms of giving away what is needed to be given away. You give away to that and you give away and then you consume. You consume the extent is needed for you, the extent is good for you, it is better not to go beyond that and therefore the sages are saying you should have a disciplining of your mind, disciplining of your senses and therefore when you develop that kind of mind and senses you become a person one who can actually become the agent or the torchbearer of this civilization to have taken it forward and therefore when this truth is taken forward in that case what you have to do is you have to have the basic and the essence of this understood in the real sense of the term and the person who have done that or who are destined to do that, the person is sure to achieve in the world and the person becomes an achiever at the same time, an element of sustainabil ity in the entire cosmic creation in the world system.

Satyena labhyah tapasah hi esha aatma.
Samyakjnanena brahmacharyena nityam.
Antah shariraejyotirmayah hi Shubhra
Yam pashyantiyatayah kshinadoshah.
(Mundak Upanishad 3-1-5 Atharva Veda)

This Aatman is understood through spiritual meditative process.
The aspirant can attain this with the constant meditative focus.
Wisdom of Brahman can be obtained through spiritual process
Disciplining of all senses control of mind and divine focus
Internal ly oriented senses and mind with constant focus on God
The spiritual aspirant, as such, realizes the presence of Divine
Within the cave, deep inside the heart, conscious focus reveals
The presence of God as the divine light offering flames of purity

Realization exercise happens with disciplined self in meditation.
Spiritual aspirant on visualizing the same gets moksha, the final liberation.

Satyam eva jayatae na aumritam
Satyena pantha bitatae devayanah.
Yenaaakramantirhishayah hi aaptakamah.
Yatra tat satyasyaparamam nidhanam.
(Mundak Upanishad- 3-1-6 Atharva Veda)

Truth sustains throughout achieving victory
In life and works, ultimately falsehood gets defeated.
The path of truth is the pathway to God through spiritual process.
Attaining the highest realization of God is possible along truth.
The living and actions based on truth begets the divine chariot
Sages had the achievements of realizing the Brahman consciousness
In the life and actions, the ultimate objective is attained in spirit
Life and actions oriented to God and Divine Truth attains the realization of the Supreme.

Having realized the supreme truth through the process of the spiritual journey, the Vedic sages had attained their faith in God through the work and thoughts of the world. The process of realization involves a series of preparatory, disciplined approach to develop a thorough knowledge of spirituality in life and works. Intense work without any personal selfish intent is that on one hand and constant cultivation of the spirit of God on the other makes a person a true sage. Sage has full renunciation in mind, unattached from the passions and desires of material and worldly in nature, would sacrifice fully yet into the work of the world in the true sense of the term. A sage wants to have a kind of understanding that would facilitate his or her work, but being in the boundary of a family having wife or husband and their children, yet full of non-passionate, desireless character, develops the true identity of a sage. A sage is a visualizer. She or he visualizes the spirit within as the burning flame of aspiration for and the invocation of God in same form or the other. Through the process of internalization, the gradually realization of God in the core of the being and thus draws inspiration from the spiritual pathway through the chariot of truth.

Having gained the realization of God within his or her own personality, the sage used to have the feelings of total faith in the supreme divine. Thus, the urge to communicate to the human beings on the supreme revelation and draw spiritual bliss out of that. Process of spiritual realization leads to the affirmation within towards understanding of the process and the cause of this creation.

Yujae vam Brahman purvae namobhih,
Vishlokah etuh pathi eva subenih.
Shrinvantu visve aumritasya putrah
Yaye dhamani divyani tastuh. *(Sweta. Up. 2/5/2)*

The spiritual aspiration leads finally to attaining the experience of godly association and attaining IP, turn the divinely values in life and works. Thus, the sage offers intrinsic consecration to the spirit of the divine in a way that justifies the ongoing realization that makes each individual understand the process of emergence of life on one hand and that of the transformation of the same on the other. The sages consciously invocate the spirit of God in them and at the same time they wanted the blessed presence of the divine in all segments of the person and even as split as the organs of existence. In such a situation, gradual spell of realization makes the life tuned to the Spirit of God. Thus, the sage understands the meaning and purpose of life in a more accurate way and takes up the values of divine day existence as the factor of life. Vedic life, thus, turns into that

centric to the spirit of God. In that way, God Realization instills the values that are yet to get deluged in the mind and hearts of the person. Minds and hearts of devotees thus attain some kind of fulfillments. It is such that the fulfillment occurs in the way that calls for the fulfillment of the divine aspiration. As such, the focus of the devotee would have been the total realization in the making of life.

Veda aham etam purushah mahantam
Aaditya varnam tamasha parastad.
Tvam eva viditya auti mrityam eti
Na aunyapanthah vidya auyanayah. (Sweta. Up. 3/8)

The process of realization thus converges towards the spirit of the divine in human life. God himself reveals through the focus of life and such would be the identity that would be the fundamentals of the life. As such it is the orientation of the soul of a human person to remain constrained as such within the boundaries of human limitations. Human persons as such have the options of getting limited to the boundaries of human smallness, meanness and pettiness. This has the option to attain transformation in life. This process of transformation is attained through the experiential process. Through the realization, the sage understands the divine in the revealed form of the Sun God. God as revealed in the form of the Sun who offers his cosmic light in the form of the divine. He is self-revealing. His illumination touches the vital of a life and can induce the transformation through breaking the barriers. The barriers of ignorance, barrier of limitations and that of the process of life in usual material ways of understanding gets deluged in the thoughts and spirits of life. Knowing the real identity of divine as such helps removing all factors of identities other than the divine identity. This has the power to transcend the human limitations of getting induced by the factors of disposition. Realized soul thus transcends the human barrier to attain divine attributes.

Tatah param Brahmaparam brihantam.
Yatha nikayam sarvabhuteshu gudham.
Vlsyasya ekam paribestitaram
Isham tvam jnatva amrita bhabanti. (Swetasvetar Upa-3- 7)

Knowing the *Brahma* Supreme is the knowledge of the wholesome.
That supreme Reality is al 1 embracing and all potent.
He is present in all elemental existence everywhere.
His presence is in all existence and given the same elemental truth.
He is alone inthis universe embracing the entire creation.
His presence is within the cave of hearts of human being.
Realization of this Supreme Self begets that of the total knowledge.
He is present everywhere and as such reveals to the world.

Sah eva audhastadsah upanishthat
Sah paschat sahpurasta
Sah dakshinatah sah uttaratah
Sah eva idam sarvam iti.
Authah autah ahamkarah aadeshah
Eva aham audhastat aham uparistat
Aham paschat aham pur astat aham dakshinatah
Aham uttaratah aham eva idam sarvam iti. (Chh. Upan. 5-45-1)

Supreme *Brahman* is omnipresent. He is present as a miniscule form among all forms. He is the truth consciousness present in every living creature in a way that makes a kind of understanding from the world by perspective. He is present in al 1 space and in void, apart from being in the

core of the heart of all individual lives. He is to be felt, realized, visualized in all possible ways. Realization of the Supreme thus occurs in all directions and the entire space. He is present in the area and space below us; he is present in the area and space above us. He is present behind us as also he is present in front of us. He is present in the area and space in the north, south, east and western directions of any life and existence. He is also present in the emotions, sentiments realization of individuals in the context of the world. The coming is living form involves the seeding of vitals within the person. God is present within the cave of hearts. The vibrations within the life used to encompass spirit of living. It is the limitless vast that makes the creation sustain and move forward in the direction of advancement of the spirit of divine within the cave of the heart. Thus, perspective understanding of the reality goes beyond the limits of the universe and as such, whatever message it creates and delivers get connected with the spirit of Supreme and such would be the total truth in life.

Puram ekadasha dvaram
A ujasya auvakra chetasah
A un isthaya na saoch itah
Vimuktah cha bimuchatae. Etat vaitat. (Kathopnishad. 2-2-1)

The human body is the chosen place of the *Atman* to domicile. This body has even exit ways (two eyes, two ears, two nostrils, mouth, the *Brahmasandhra-* or the way to have passage of consciousness. This is located on the apex point of head, the naval umbilicus, the urinary passage and the anus). This body is fragile and unstable. As long as the *Atman* resides in it, continues with the vital energy. The organs and functional coordination collectively make the vital vibrant and that continues in life. *Atman* is the revealed *Brahman* residing in human abode. This is why it is known as *'aujah'* and *'aubakrachatacah'* meaning it eternal- does not born nor does it perish. It does not get corrupt with the impact of any vital element in that. Its illumination stays invisible to millions and billions, but remains always full of light. This divine light plays a very special role in the life of a human person. This *aatman* does not deviate from the core principles of divinity: *'Satya'*- truth as realized in the spiritual quest. He is connected with all the elemental contents of divine truth. Thus, cells of a human body now understand the dynamics of thought and works give the purposeful process of eternal existence.

Atman resides within the cave of heart. On completion of his journey the person experiences the presence of Divine consciousness in the core of being. It is the basis of new civilization. When an individual initiates the process of god realization, the process creates a gradual elevation in the consciousness as she/he was involved into the dimension of the spiritual quest. As such, *Atman* takes guidance. Lives have such promissory integrated identity with another. *Atman* is the symbolic coordinator at the core of human persons. Abiding by the conditions of life becomes vibrant. This way is the process of releasing divine spirit from within and has the expanse of revealed ideals. God-realization makes the person excellent, thus, careful exposition making it the true relation between. The person now gets transformed into a divinely personality. The transformation that has gone into, makes individuals oriented to the inner core of her/his being. The person now considers things of the world in different way. Her/his personal ego starts melting into the flow of good spirit from within making the person develop a broad view of life. She/he realises that the entire creation is not just once created by the lord, the Supreme but the presence of lord, the Supreme within the cave of his heart makes her/his believe in true existence of God in everything and everywhere, also the understanding that she/he is just the doer of the world. As the owner of this creation he urges every devotee to take care of the deserving souls and always have god in mind.

—::—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল,** কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st May 2026
Baishakh–1433
Vol. 24. No. 1

REGISTERED KOL RMS/366/2025-2027
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে

আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৩রা মে, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১০ই মে, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৭ই মে, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৪শে মে, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ৩১শে মে, ২০২৬ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।

অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।

যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—

শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩

আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।

Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.